বিশেষ সংখ্যা

বিশ্ব ভালবাসা দিবস

প্রকাশনার ৮২ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ০৬ ❖ ১৩ - ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

ভালবাসাকে ভালবাসো, ভালবাসাকে ভাল রাখো

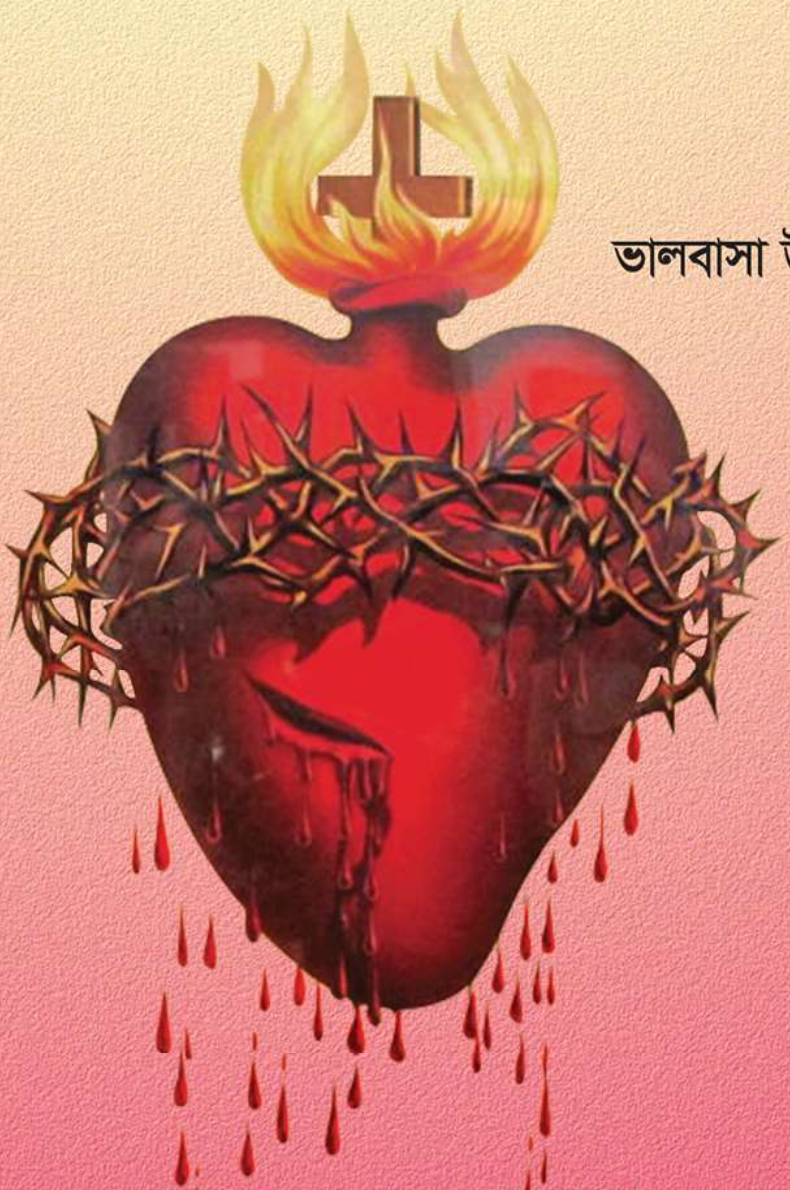

ভালবাসা উন্মাদনা নয়!

মঙ্গলদ্বীপ জ্বেলে
লতাজি চলে গেলেন

ভালবাসায় রাঙ্গানো
বসন্ত উৎসব

"আমার জীবনের ঠিকানা তুমি যে
যাব না কভু, আমি তোমায় ছেড়ে"
... অনন্ত বিশ্রাম দাও প্রভু তারে...

মহা প্রয়াণের পনেরটি বছর

সময়ের আবর্তে পূর্ণ হল পনেরটি বছর । আজকের এই দিনটিতে তোমার চিরবিদায় আমরা শোকার্তচিত্তে ও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি। জগৎ সংসারে থাকাকালীন সময়ে তুমি আমাদের সবকিছু পূর্ণ করতে চেষ্টা করেছ, ঈশ্বর ও তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর বাগান থেকে তোমাকে তুলে নিয়ে স্বর্গের ফুলদানীতে সাজিয়ে রেখেছে। তোমার স্নেহ ভালবাসায় ধন্য আমরা, প্রতিনিয়ত অনুভব করি তোমার শূন্যতা। স্বর্গস্থ পিতার কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের সবাইকে আদর্শ, নমনীয় ও ক্ষমাশীল জীবন দান করেন এবং তোমাকে স্বর্গের অনন্ত শান্তি প্রদান করেন। তুমি আছ, থাকবে আমাদের ভালবাসা হয়ে, অন্ধকারে আমাদের সুদিন হয়ে, প্রতিদিন।

পরম করুণাময় পিতাঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্ত শান্তি ও শাশ্বত জীবন দান করুন।

শোকার্ত চিত্তে,
তোমারই আপনজনেরা
স্ত্রী : পুষ্প তেরেজা পেরেরা
বড় ছেলে : মিলিয়ন ইগ্নেসিয়াস পেরেরা
বড় বৌমা : সিন্ডি মার্থা পেরেরা
নাতনী : লিইয়া মারীয়া পেরেরা
ছোট ছেলে : ববি যোসেফ পেরেরা
ছোট বৌমা : টুইংকেল মার্গারেট পেরেরা

প্রয়াত রবীন জর্জ পেরেরা

জন্ম : ২৫ অক্টোবর, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
মঠবাড়ি ধর্মপল্লী, গাজীপুর।

বিজ্ঞ/৪৮/২০২২

চড়াখোলা গ্রামে স্বর্গোন্নীতা মারীয়া (Our Lady of the Assumption Church) নামে নতুন গির্জা নির্মানে আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন

সুধী,

আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন যে, তুমিলিয়া ধর্মপল্লীর অন্তর্গত চড়াখোলা গ্রামে স্বর্গোন্নীতা মারীয়া'র নামে নতুন গির্জা নির্মানের কাজ চলছে। গত ২৮ আগস্ট ২০২০ খ্রিস্টবর্ষে, মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি নতুন গির্জার ভিত্তিফলক স্থাপন করেছেন। বর্তমান পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন.ডি'ক্রুজ ওএমআই, ১৩ আগস্ট ২০২১ খ্রিস্টবর্ষে আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন গির্জার নির্মান কাজ শুভ উদ্বোধন করেন। ইতোমধ্যে গির্জা নির্মানের পাইলিং কাজ শেষ করে গির্জাঘরের মূল নির্মানের কাজ এগিয়ে চলছে। আমরা আশা করছি আগামী এক বছরের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। গির্জা নির্মান কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সবার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। তাই সকল দানশীল ও উদার খ্রিস্টভক্তদের নিকট বিনীত আবেদন, চড়াখোলা গির্জার নির্মান কাজ সম্পন্ন করতে আর্থিক অনুদান প্রদানের মাধ্যমে এগিয়ে আসার জন্য অনুরোধ করছি। আশা করি আপনারা অনেকেই প্রভুর গৃহ নির্মানের মতো এই মহৎ ও শুভ কাজটি সম্পন্ন করতে এগিয়ে আসবেন।

আপনাদের সকল উদার আর্থিক অনুদান প্রদানের জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। আমাদের প্রার্থনায় সবাইকে স্মরণে রাখবো। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।

ধন্যবাদান্তে
পাল-পুরোহিত
ফাদার আলবিন গমেজ

আর্থিক অনুদান পাঠানোর ঠিকানা

ফাদার আলবিন গমেজ
পাল-পুরোহিত
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী
মোবাইল নাম্বার- ০১৭১৫০৪১৪৭৮

ফাদার সাগর জেমস ক্রুশ
সহকারী পাল-পুরোহিত
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী
মোবাইল নাম্বার- ০১৮৭৮৪৭৫৯০৮

ইমেইল: **montugomes19@gmail.com**
Name of account: Charakhola Girja (চড়াখোলা গির্জা)

বিজ্ঞ/৪৯/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮২, সংখ্যা : ০৬
১৩ - ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
৩০ মাঘ - ৬ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
শুভ পাস্কাল পেরেরা
ডেভিড পিটার পালমা
ছনি মজেছ রোজারিও

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail :
wklypratibeshi@gmail.com
Visit: www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

ভালোবাসুন, ভালোবাসায় থাকুন এবং ভালোবাসাকে ভালো রাখুন

১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস। দিবসটি ধীরে ধীরে সর্বজনীন হয়ে উঠছে। বিশ্বের অনেক দেশে ভালোবাসা দিবসের প্রচলন অনেক দিনের আগের হলেও বাংলাদেশে এর আগমন ঘটে সাংবাদিক শফিক রেহমানের হাত ধরে যায় যায় পত্রিকার মাধ্যমে নব্বইয়ের দশকে। খুব দ্রুতই এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায় বাংলাদেশে। ভালোবাসার প্রতি মানুষের সহজাত দুর্বলতা বা আকর্ষণ থেকেই এর ব্যাপ্তি এতো দ্রুত। ভালোবাসা দিবসের মূল উপজীব্য তরুণ-তরুণী বা প্রেমিক-প্রেমিকার ভালোবাসার প্রকাশ হলেও বর্তমানে সকল বয়সের মানুষই ভালোবাসাকে নিয়ে উৎসব করে। ভালোবাসাকে নিয়ে উৎসব করা আমাদের মানব জীবনের জন্য খুব তাৎপর্যপূর্ণ ও আনন্দময় ঘটনা হতে পারে । আর সেই ভালোবাসার উৎসব মানেই হলো জীবনের উৎসব। তবে ভালোবাসাটা কি?

ভালোবাসার ব্যাপ্তি এতো বড় যে, তা সুনির্দিষ্ট কোন কথামালা বা সংজ্ঞা দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। তবে স্বাভাবিকভাবে বলা যায়, পৃথিবীর সুন্দরতম অনুভূতিগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ভালোবাসা; যা হৃদয়ের গভীরে অনুভূত হয়। এটি কেউ দেখতে পায় না, অনুভব করে বুঝে নিতে হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, ভালোবাসা হলো অক্সিজেনের মতো। বেঁচে থাকার জন্য যেমনি অক্সিজেন দরকার তেমনি মানব জীবন ও সম্পর্ককে বাঁচিয়ে রাখার জন্যও ভালোবাসা দরকার এবং তা সবসময় ও প্রতিদিনের জন্য। ভালোবাসাটি হতে পারে ব্যক্তির সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে কিংবা সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে। বিভিন্নভাবে আমরা সে ভালোবাসার প্রকাশ ঘটাতে পারি। তবে কথা থেকে কাজেই প্রকৃত ভালোবাসার প্রকাশ ঘটে। পিতামাতাগণ সন্তানদের প্রতি তাদের ভালোবাসা প্রকাশ করেন কাজের মধ্যদিয়ে। সন্তানদের ভালোবাসেন বলে তাদেরকে আনন্দে ও খুশি রাখতে পিতামাতাগণ প্রতিদিন নিজেদের সুখ-আনন্দ, ভালোলাগা, শখ-স্বপ্নগুলো জলাঞ্জলি দেন। নিজেদেরকে বিসর্জন দেবার এই শক্তি পান ভালোবাসার কারণে। পিতামাতা ও ঐ স্থানীয় ব্যক্তিদের ভালোবাসাকে ভালোবাসুন। প্রকৃত ভালোবাসায় অবশ্যই আত্মত্যাগ, শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ থাকবে। পিতামাতার ভালোবাসাকে সম্মান দেখিয়ে সন্তানেরাও তাদের পিতামাতাদের ভালোবাসবে তা প্রত্যাশা করি। আনুগত্য, সম্মান, শ্রদ্ধা ও যত্নদানের মধ্যদিয়ে পিতামাতাদেরকে ভালোবাসায় আগলে রাখুন। পরস্পর ও প্রকৃতিকে আমরা যতো ভালোবাসবো ততই আমরা নিজেদের মঙ্গল সাধন করবো।

সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরও ভালবাসার কারণেই এ জগত মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি সর্বদা ভালবাসেন। তাই সর্বদা যত্নও নিয়ে থাকেন। মানুষকে ভালবাসেন বলেই মানুষ ভূল, অন্যায়-অপরাধ করলেও তাকে অনুতপ্ত ও সংশোধিত হওয়ার বিভিন্ন সুযোগ দান করেন। খ্রিস্টবিশ্বাসীগণ বিশ্বাস করেন, মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্যেই সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর যিশুকে এ জগতে প্রেরণ করেন। যে যিশু মানুষকে ভালবেসে ভীষণ কষ্ট সহ্য করে ক্রুশের ওপর মৃত্যু বরণ করেন। মানুষের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে যিশু ভালবাসার চরম নিদর্শন দিয়ে গেছেন মানবজাতিকে।

ত্যাগস্বীকারহীন ভালোবাসা প্রকৃত ভালোবাসা হতে পারে না। বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের ইতিহাসেও দেখি, বন্ধুর জন্য ত্যাগস্বীকারের কারণেই ভালোবাসাটা এতো মহিমান্বিত হয়েছিল। ত্যাগ ছাড়া যেমনি ভালবাসা পূর্ণতা পায় না ঠিক তেমনি ভালোবাসার কারণেই সমস্ত কিছু ত্যাগ করা সম্ভব। ভালবাসাকে ভালোবাসি বলেই ভালোবাসার স্থূলতায় নিজেকে ভাসিয়ে না দিয়ে প্রকৃত ভালোবাসা চর্চা করব। বর্তমান ভেজাল মিশ্রিত ভালোবাসায় মানুষের হৃদয় ভরে যাচ্ছে। ফলে প্রকৃত ভালোবাসার স্থান দখল করছে প্রতারণা, ভ্রান্ত প্রত্যাশা, হঠকারিতা, শারীরিক-মানসিক নির্যাতন, স্বার্থপরতা। ভালোবাসা দিবসে প্রকৃত ভালোবাসায় অবগাহিত হতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হই। নিজেকে ও সমাজকে ভালোবাসি বলেই পরিবর্তিত হতে পারব। পরিবর্তনের জন্য যে কষ্টস্বীকার করার দরকার ভালোবাসার কারণেই তা করা সম্ভব হবে। †

তখন তিনি নিজ শিষ্যদের উপরে চোখ নিবদ্ধ রেখে বললেন, দীনহীন যারা, তোমরাই সুখী, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই। - **লুক ৬:২০**

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন

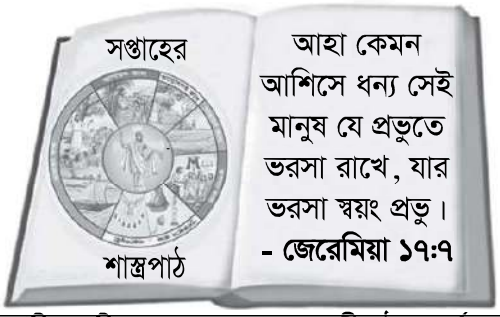

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ
১৩ - ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

১৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
জেরে ১৭: ৫-৮, সাম ১: ১-৪, ৬, ১ করি ১৫: ১২, ১৬-২০, লুক ৬: ১৭, ২০-২৬
বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী
১৪ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
সাধু সিরিল, সন্ন্যাসী এবং সাধু মেথোডিউস, বিশপ, *স্মরণদিবস*
যাকোব ১: ১-১১, সাম ১১৯: ৬৭-৬৮, ৭১-৭২, ৭৫-৭৬, মার্ক ৮: ১১-১৩, **ভ্যালেন্টাইনস্ ডে**
১৫ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
যাকোব ১: ১২-১৮, সাম ৯৪: ১২-১৫, ১৮-১৯, মার্ক ৮: ১৪-২১
১৬ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
যাকোব ১: ১৯-২৭, সাম ১৫: ২-৫, মার্ক ৮: ২২-২৬
১৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
যাকোব ২: ১-৯, সাম ৩৪: ১-৬, মার্ক ৮: ২৭-৩৩
১৮ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
যাকোব ২: ১৪-২৪, ২৬, সাম ১১২: ১-৬, মার্ক ৮: ৩৪-৯: ১
১৯ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রিস্টযাগ
যাকোব ৩: ১-১০, সাম ১২: ১-৪, ৬-৭, মার্ক ৯: ২-১৩

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৩ ফেব্রুয়ারি, রবিবার
+ ১৯৫৭ ফাদার মরিস জে নরকার সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯১ সিস্টার এম চার্লস আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৭ সিস্টার রেজিনা কুজুর এসসি (দিনাজপুর)
১৪ ফেব্রুয়ারি, সোমবার
+ ১৯৫৫ ফাদার পল জে সি সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৬ সিস্টার আর্থার ফেরী সিএসসি (ঢাকা)
১৫ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার
+ ১৯৪৪ সিস্টার এম. বার্কম্যান এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৩ ফাদার লুইজি পাসেতো পিমে (রাজশাহী)
+ ২০১৬ ফাদার অতুল এম পালমা সিএসসি (ঢাকা)
১৬ ফেব্রুয়ারি, বুধবার
+ ১৯০০ ফাদার মসে পজ্জি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯২৩ সিস্টার এম. পল অব দ্যা ইনকারনেশন টবিন সিএসসি
+ ১৯৫৩ ফাদার জন বি. ডেলোনী সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৩ ফাদার লুইজি কোরেরা পিমে (দিনাজপুর)
১৭ ফেব্রুয়ারি, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৭৯ ফাদার জন কস্তা (ঢাকা)
+ ১৯৯৩ সিস্টার পল জুলিয়েট এসএএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৭ মাদার কানিসিউস রাভেনেল্লে সিএসসি
+ ২০১১ বিশপ ফ্রান্সিস এ গমেজ (ময়মনসিংহ)
১৮ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার
+ ১৯৩৬ সিস্টার এম বার্কম্যান্স আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ১৯৮৪ সিস্টার মারী ভিয়ান্নী স্টোনস্ট্রিট সিএসসি
+ ১৯৯৪ ব্রাদার জেরাল্ড ক্রেগার সিএসসি (ঢাকা)
১৯ ফেব্রুয়ারি, শনিবার
ধন্যা কুমারী মারীয়ার স্মরণে খ্রীষ্টযাগ
+ ১৯৫৩ বিশপ জে বি আনসেলমো (দিনাজপুর)
+ ১৯৭৪ ব্রাদার লিও স্টোক্স এসএক্স (খুলনা)
+ ১৯৭৮ সিস্টার এম ভিন্সেন্সিয়া এমসি

ধারা - ৩

খ্রীষ্টপ্রসাদ সংস্কার

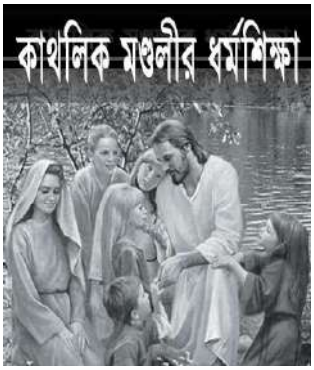

"আমার স্মরণে এই অনুষ্ঠান করবে"

১৩৪৬: খ্রীষ্টপ্রসাদীয় উপাসনা-অনুষ্ঠানের মৌলিক কাঠামো শত শত বছর ধরে সংরক্ষিত হয়ে আমাদের কাছে এসে অক্ষুণ্ন রয়েছে। এই অনুষ্ঠানে দু'টি প্রধান অংশ রয়েছে যা একটি মৌলিক ঐক্যে সুসংহত:

-'সমাবেশ, ঐশবাণীর অনুষ্ঠান যেখানে রয়েছে শাস্ত্রপাঠ, উপদেশ ও সার্বজনীন মধ্যস্থতাসূচক প্রার্থনা;

-'খ্রীষ্টপ্রসাদের উপাসনা-অনুষ্ঠান, রুটি ও দ্রাক্ষারস অর্পণ, উৎসর্গমূলক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন, এবং কম্যুনিয়ন।

ঐশবাণী অনুষ্ঠান ও খ্রীষ্টপ্রসাদীয় অনুষ্ঠান একসঙ্গে "অভিন্ন পূজোপাসনা" হিসেবে গঠিত, আমাদের জন্য সাজানো খ্রীষ্টপ্রসাদীয় ভোজ হল উভয়ের অর্থাৎ ঐশবাণীর ও প্রভুর দেহের ভোজ।

১৩৪৭: এ কি শিষ্যদের সঙ্গে পুনরুত্থিত প্রভুর নিস্তার-ভোজের মত একই গতিধারা নয়? তাদের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে তিনি তাদের কাছে শাস্ত্রবাণী ব্যাখ্যা করছিলেন; তাদের সঙ্গে ভোজে বসে, "রুটি হাতে নিয়ে তিনি তা আশীর্বাদ করলেন, ভাঙ্গলেন এবং তাদেরকে তা দিলেন।"

অনুষ্ঠানের গতিধারা

১৩৪৮: সবাই সম্মিলিত হয়, খ্রীষ্টপ্রসাদীয় অনুষ্ঠানের জন্য খ্রীষ্টানগণ একটি স্থানে সম্মিলিত হয়। সম্মেলনের মস্তক স্বয়ং খ্রীষ্ট, তিনিই খ্রীষ্টযাগের প্রধান। নবসন্ধির তিনি মহাযাজক; অদৃশ্যভাবে তিনিই প্রতিটি খ্রীষ্টপ্রসাদীয় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তাঁর প্রতিনিধিরূপে বিশপ বা যাজক মস্তকস্বরূপ খ্রীষ্ট-ব্যক্তির নামে (In persona Christi Capitis) অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন, শাস্ত্রপাঠের পর বক্তব্য দেন, উপহার-সামগ্রী গ্রহণ করেন এবং খ্রীষ্টপ্রসাদীয় প্রার্থনা করেন। এই অনুষ্ঠানে সকলেরই আপন আপন ভূমিকায় সক্রিয় অংশ রয়েছে: পাঠক-পাঠিকা, উপহার-সামগ্রী আনয়নকারী, খ্রীষ্টপ্রসাদ বিতরণকারী এবং সমগ্র জনগণ যাদের 'আমেন' এই অংশগ্রহণ প্রকাশ করে।

১৩৪৯: ঐশবাণীর অনুষ্ঠানে রয়েছে "প্রবক্তাদের রচনাবলী" অর্থাৎ প্রাক্তন সন্ধি এবং "প্রেরিতদূতদের স্মৃতিকথা" (তাদের ধর্মপত্র ও সুসমাচার)। উপদেশের পর, যে উপদেশ হচ্ছে 'বাণী' অর্থাৎ সত্যিকারে ঈশ্বরের বাণী গ্রহণ করার ও কাজে পরিণত করার প্রেরণাস্বরূপ, সেই উপদেশের পর অনুষ্ঠিত হয় সকল মানুষের জন্য মধ্যস্থতাসূচক প্রার্থনা, যেমন প্রেরিতদূত বলেন: "তাই আমার সর্বপ্রথম বাণী এই, যেন সকল মানুষের জন্য রাজা ও কর্তৃপক্ষ-স্থানীয় সকলের জন্যে মিনতি, প্রর্থনা, আবেদন ও ধন্যবাদ-স্তুতি নিবেদন করা হয়।"

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

১৩ ফেব্রুয়ারি, ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের বিশপ পল পনেন কুবি সিএসসি- এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছেন। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

ভুল সংশোধন

অনিচ্ছাকৃত ভাবে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ২০২২ খ্রিস্টাব্দের ০৫ সংখ্যার ৪ পৃষ্ঠায় ময়মনসিংহের স্থলে দিনাজপুর মুদ্রিত হওয়ার জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

- সম্পাদক

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও

সাধারণ কালের ষষ্ঠ রবিবার

গ পূজন বর্ষ

১ম পাঠ- জেরেমিয়া ১৭: ৫-৮

২য় পাঠ- ১ম করি ১৫: ১২, ১৬-২০

মঙ্গলসমাচার- লুক: ৬: ১৭, ২০-২৬ম

আমাদের জীবনটা সব সময় আনন্দে ভরপুর বা আনন্দে পরিপূর্ণ নয় বরং অনেক সময় ফুলের কাঁটায়ও ভরপুর। তাই বলে যদি কাঁটার ভয়ে পিছিয়ে পড়ি তাহলে ফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করা কখনোই সম্ভবপর নয়। কখননো কখনো জীবনের একটি পর্যায়ে পৌঁছে অনেক সময় অতীতের দিকে তাকিয়ে মনে হয়- যদি আরো বেশী মনোযোগী, দরদী ও উদার হতাম তাহলে জীবনটা এমন নাও হতে পারতো। হয়ে ওঠতে পারতো হয়তো ফুলশয্যার মতো। কিন্তু ততক্ষণে জীবন নদীর নৌকা বহুদূর পাড় হয়ে যায়। তাই সময়ের গতিতে নিজেকে বাঁধতে পারাটাই হচ্ছে বরং সুবুদ্ধিমানের কাজ। পরজগতের জন্য এ জগতে থেকে আমাদের সুবুদ্ধিমানের মত কাজ করতে হয়। পরজগতে প্রবেশের জন্য এ জগতে থেকে অন্যতম একটি কাজ হল অন্তরে দীন হওয়া। আজকের মঙ্গলসমাচার প্রথমেই আমাদের আহ্বান জানায় আমরা যেন অন্তরে দীন হয়ে উঠি।

যিশুর প্রদত্ত আইন আমাদের চিন্তা- চেতনায়, লক্ষ্যে এবং জীবনধারায় এনে দেয় আমূল পরিবর্তন। মোশী যেমন সিনাই পাহাড় থেকে মনোনীত জাতিকে দশ আজ্ঞা দেন, তেমনি যিশু পাহাড়ের উপর থেকে এই অষ্টকল্যাণ বাণী প্রদান করেছেন। অসাধারণ ভাবগাম্ভীর্যসহ এই বাণী ঘোষিত হয়েছে। সাধু লুক বলেছেন এই অষ্টকল্যাণ বাণীর পাত্র হলো সমাজের দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত, অত্যাচারিত, সরল ও নম্রচিত্ত জনগণ। মঙ্গলসমাচারের এই অষ্টকল্যাণ বাণী কে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম চারটি বাণী হলো প্রথম ভাগ এবং এগুলোকে বলা হয় কল্যাণ বাণী এবং দ্বিতীয় ভাগে বাকি চারটি বাণী এবং এগুলোকে বলা সতর্কতার বাণী। প্রথম চারটি বাণী দ্বারা আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে যে, যিশুর রাজ্যে স্থান পাওয়ার জন্য কে যোগ্য ব্যক্তি এবং যিশুর রাজ্যে স্থান পাওয়ার জন্য কে যোগ্য নয়। চারটি সর্তকতা বাণী দিয়ে যারা ধনী, তৃপ্ত, আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত ও সামাজিক মর্যাদার অধিকারী তাদের সতর্ক করে দেন। যিশু বলেন যে, তাদের সুখ মিথ্যা ও ক্ষণিকের জন্য। এই সুখময় অবস্থায় অন্ধ হয়ে তারা আসল ও চিরস্থায়ী ধনসম্পদ হারিয়ে শূন্য হাতে থাকবে এবং তারা ঈশ্বরের রাজ্যের চিরস্থায়ী সুখ থেকে বঞ্চিত হবে।

আজকের প্রথম পাঠে বলা হয়েছে আমরা যেন নিজের ওপর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস না রাখি। আমরা যেন যিশুর ওপর নির্ভরশীল হই। যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারলে আমরা ফলশালী হয়ে উঠব। আজকের দ্বিতীয় পাঠে বলা হয়েছে যে, যিশুর পুনরুত্থান হল আমাদের বিশ্বাসের জীবনের ভিত্তি। আমরা যদি পুনরুত্থিত যিশুর প্রতি বিশ্বাস রাখতে না পারি তাহলে বৃথাই আমাদের এত ত্যাগস্বকীর এত সাধনা।

আজকের মঙ্গলসমাচারে সাধু লুক আমাদের সামনে যিশুর কর্মময় জীবনের সুন্দর একটি ঘটনা তুলে ধরেছেন। মঙ্গল সমাচার আমাদের দরিদ্র হয়ে ঐশরাজ্যে প্রবেশের জন্য আহ্বান জানায়। জাগতিক মানদণ্ডে দীনতা বা দরিদ্রতা হল অভাব। যা চাই তা না পাওয়া। জাগতিক অর্থে দরিদ্রতা জীবনের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত দিক, যেন একটি অভিশাপ। তবে ধর্মীয় মানদণ্ডে দীনতা একটি ব্রত, জীবন সাধনার পথ। ধর্মীয় জীবনে দীনতা বলতে এই বুঝায় না যে, অভাবের মধ্যে জীবন-যাপন করা বরং অনেক বিত্তে বা আভিজাত্যের মাঝে থেকেও আত্মদানের পথে চলা। অর্থাৎ আমার জীবনকে Spirit of Attachment থেকে Spirit of Detachment এর দিকে নিয়ে চলা। বাহিরে থেকে অন্তরে বেশি দীন হওয়া। দীনতার লক্ষ্য হল জগৎ ছাপিয়ে স্বর্গ লাভ করা। আর সেজন্যই আমাদের এ ধর্মীয় জীবনে পথ চলা। তাই ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বলতে পারি যে, দরিদ্রতা হল স্বর্গ জয়ের হাতিয়ার কেননা "অন্তরে যারা দীন, ধন্য তারা- স্বর্গরাজ্য তাদেরই"। আর সে কারণে জগৎ যেখানে দরিদ্র না থাকার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় সচেষ্ট সেখানে আমরা স্বেচ্ছায় দরিদ্র জীবন যাপনের পথ বেছে নেই বাহ্যিক নিরাসক্ততার মধ্যদিয়ে অন্তরে দীন হওয়ার সাধনার পথে পা বাড়াই। দরিদ্র থাকার আরেকটি কারণ হলো খ্রিস্টের জাগতিক জীবনকে অনুকরণ করা। খ্রিস্ট স্বয়ং ঈশ্বর হয়েও দাসের স্বরূপ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যিশুর জীবনে তাই দরিদ্ররা একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। ছুঁতোর মিস্ত্রির ঘরে জন্ম, দরিদ্র জেলেদের নিয়ে শিষ্যসমাজ গঠন, শক্তিশালীদের নয় শিশুদের কাছে টেনে নেয়া ইত্যাদি। তাই বলে দরিদ্রতা অমাদের স্বর্গ এনে দিবে আর সমস্ত ধনীরা নরকে যাবে তা কিন্তু নয়। যিশু বলেছেন অন্তরে দীনতার কথা। অর্থাৎ ধনের সাথে মন যোগ না করা। ধনীর ধন লাভে কোন সমস্যা নয় বরং সমস্যা সেখানেই যখন ধনের সাথে মন যুক্ত হয়ে যায়। তখন মনে করি এ ধন সম্পদ ঈশ্বরের না আমার। আমার ভাবনা থেকে আসে অহংকার আর এই অহংকার শেষে সবকিছুর পতন ঘটায়। সেক্ষেত্রে মনকে ধনের যোগ না করে বরং মনবিয়োগ করাতে আমরা হয়ে উঠি অন্তরে দীন মানুষ। তখন জীবনে যা কিছুই আসুক না-কেন তাতে আমার অন্তর তা আমার ভাবনায় অহংকারী হবে না বরং ঐশদান ভাবনায় কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে। আমরা তখন নিজেকে স্বনির্ভর না ভেবে বরং ঈশ্বর-নির্ভর প্রকৃত ধার্মিক মানুষ তথা অন্তরে দীন মানুষ হয়ে উঠে ধন্য হব।

বর্তমানে জাগতিকতার প্রতি আমাদের অনেক আসক্তি। বিখ্যাত মনোবিদ সিগমান ফ্রয়েডের মতে, জাগতিকতা হল কামবোধ বা সুখবোধ যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যেখানে মানুষ তার কাম বা সুখবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বলা যেতে পারে জাগতিকতা হল স্রোতে ভেসে চলা অর্থাৎ প্রচলিত জীবন ধারার প্রতি বিবেচনাবোধ না রেখে চলা। জাগতিকতার মাঝে গুরুত্বপূর্ণ হল বর্তমান, অতীত হল অবহেলার এবং ভবিষ্যৎ কোন আলোচনার বিষয় নয়। মোট কথা দেহ-মন-আত্মার মানুষ যখন জাগতিকতায় উন্মাদ হয়ে ওঠে তখন যে মনের খেয়ালে চলা দেহ-পূজারী হয়। জগতিকার বশে পড়ে আমরা ভুলে যাই দরিদ্র ও ধন্য হওয়ার কথা। জাগতিকতার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি আমাদের জীবনে পতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। জাগতিকতার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি আমাদের ঐশরাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়ায়। আসুন শ্রদ্ধাভাজন প্রিয়জনেরা, আমরা নিজেদের জীবন বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে সচেতন হই ঐশরাজ্যে প্রবেশের জন্য নিজেকে যোগ্য করে তুলি।

ভুল সংশোধন

গত সংখ্যাতে রবিবাসরীয় পাঠের ক্রমবিন্যাসে ভুল ছিল। সঠিকটি হবে:

১ম পাঠ : ইসা ৬: ১-২, ৩-৮

সামসঙ্গীত : ১৩৮

২য় পাঠ : ১ করি ১৫:১-১১

মঙ্গলসমাচার: ৫: ১-১১

অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখিত।

- সম্পাদক

ভালবাসা উন্মাদনা নয়!

ফাদার মাইকেল মিলন দেউরী

ভালবাসা

ভালবাসা চিরন্তন! নিত্য নতুন সুখ-আনন্দ, ব্যথা-বেদনা, যন্ত্রণার আবেগ ও অনুভূতি। ভালবাসা শব্দটি শুনলেই মনের মধ্যে বিচিত্র আবেগ ও অনুভূতির জন্ম হয়। বয়স ও ব্যক্তিবিশেষ এই আবেগ ও অনুভূতি আলাদা। ভালোবাসার কথা শুনলে ও বললে প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটি অনুভূতির সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিকে ভাবুক ও দার্শনিক করে তোলে। মনের গভীরে ভাবনা ও স্বপ্নের জন্ম হয়। ভাবের দ্যোতনায় কবি বলে বনে যায় ও নানান রঙ্গিন স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের আবেশে অনেক সময় উন্মাদ হয়ে যায়। ভুলে যায়, ভালোবাসা হচ্ছে ভাল লাগা, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও নির্ভরতা। ভালবাসা উন্মাদনা নয়।

প্রেম ভালোবাসা কি: ভালোবাসা একটি মানবিক অনুভূতি ও আবেগ কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা। বিশেষ কোন ব্যক্তির প্রতি বিশেষ ভাবের শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ। আর এই ভালোবাসায় ব্যক্তির সাথে মানবীয়, সকল অনুভূতি ভাগ করে নেওয়া, এমনকি শরীরের বিষয়টাও এই ভালোবাসা থেকে আলাদা করা যায় না। আবার ভালোবাসার ধরন আলাদাও হয়। যেমন, নিষ্কাম ভালোবাসা, ধর্মীয় ভালোবাসা, ভ্রাতৃ প্রতিম ভালোবাসা, আত্মীয়ের প্রতি ভালোবাসা, এমন কি বাড়ীতে কোন পোষ্য প্রাণীর প্রতি ভালোবাসা। এই অতি আনন্দদায়ক অনুভূতিই ভালোবাসা।

আসলে ইংরেজি শব্দ Love এর বাংলা ভালোবাসা ও প্রেম। তাই ভালবাসার কথা বললে বেশিরভাগ সময় সর্বজনীন ভলোবাসা বা ভালোবাসার অবস্থাকেই বুঝানো হয়। আর প্রচলিত ধারার ভালোবাসাকে সাধারণত বলতে নিঃস্বার্থতা, বন্ধুত্ব, মিলন, পারিবারিক বন্ধনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

প্রেম বললেই বিষয়টি আলাদা ও জটিল হয়ে যায়। প্রেম হল নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি বিশেষ অনুভূতি ও দৃঢ় আকর্ষণ। ব্যক্তির প্রতি তীব্র মনোসংযোগ ও বাসনা যা ব্যক্তির প্রতি যৌন আকর্ষণ ও পাওয়ার সাধনায় ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্নে বিভোর অবস্থা।

ভালোবাসা সবার ও সবকিছুর সাথে হলেও প্রেম নাকি হয় শুধু প্রেমিক/প্রেমিকা, স্রষ্টা ও প্রকৃতির সাথে। প্রেম হল প্রাণের আরাম মনের শান্তি হৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনা! প্রেম অবশ্যই দু'পক্ষের মধ্যে এক বিনিময় যার মধ্যদিয়ে আত্মাহুতি, আত্মসন্তুষ্টি, আত্মশুদ্ধি ও আত্মতুষ্টির সম্মিলন ঘটায়। প্রেম হল আসক্তি! ভালোবাসা হল বিলিয়ে দেওয়া সর্বজনীন স্বতন্ত্র অবস্থা।

ভালোবাসার মানে বা অর্থ যা-ই হোক না কেন প্রেম বা ভালোবাসার মধ্যে এই বিষয়গুলো থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেগুলো প্রেম ভালোবাসার মর্যাদা ও সৌন্দর্য বজায় রাখে।

ক) বিশ্বাস (Believe): সম্পর্কের মধ্যে বিশ্বাস থাকতেই হবে। বিশ্বাস ছাড়া কোন সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। তেমনি স্থায়ীও হয় না। কালি ছাড়া কলমের প্রাণ দেহের কোন দাম ও মূল্য নাই। তেমনি বিশ্বাস ছাড়া প্রেম ভালোবাসার মত যেকোন সম্পর্কই অচল।

খ) সম্মান (Respect): প্রেম ভালোবাসা কেন, সম্মান শ্রদ্ধা ছাড়া কোন সম্পর্কই হতে পারে না, টিকে থাকতেও পারে না। বন্ধুত্ব; অতি আনন্দময় সম্পর্ক, সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। ছোট বড় সবাইকেই পরস্পরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হয়। ভালোবাসার মানুষটির প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাই পারে একটি সম্পর্ক মজবুত করতে বহু দূর এগিয়ে নিতে। তাই প্রেম ভালোবাসায় সম্মানশ্রদ্ধা ও সমর্থনই পারে সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে! পরস্পরের মতামত, ইচ্ছা, চাওয়া পাওয়ায় প্রতি সম্মান দেখান খুবই দরকার।

গ) যত্ন (Care): প্রবাদ আছে, ভালোবাসা ও যত্ন দিয়ে মরুভূমিতেও ফুল ফুটানো যায়। সম্পর্ক গড়তে ও টিকিয়ে রাখতে পরস্পরের প্রতি যত্নশীল হতে হয়। যত্ন ছাড়া প্রেম ভালোবাসা ছন্নছাড়া জীবনের মত। যত্নে গড়ে ও বেড়ে উঠুক আমাদের প্রেম ভালোবাসা।

ঘ) বুঝাবুঝি (Understanding): সম্পর্কের ক্ষেত্রে বুঝাবুঝি একটি অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা নিজের বুঝ ভালোই বুঝি। নিজের বেলায় ষোলআনা, অন্যের বেলায় একআনাও না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই মনোভাব খুবই খারাপ। আর এর কারণেই সন্দেহ ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। আর সম্পর্কগুলো ভেঙ্গে যায়। আমি বুঝতেই চাই না, আমি যাকে ভালোবাসি, ব্যক্তিটি একজন অন্য মানুষ, আলাদা সৃষ্টি। তার আলাদা দেহ-মন-আত্মা আছে। তাই তার মনোভাব ও চিন্তা চেতনা আলাদা হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তা মানতে একেবারেই নারাজ। আমার নিজের মত হতে হবে সবকিছুতেই। কোন ছাড় নেই। এতে সম্পর্ক হয় না। তাই পরস্পরকে বুঝতে হয়, ইচ্ছের মর্যাদা দিতে হয়।

প্রেম ভালোবাসা মানুষকে উন্মাদ করে তোলে। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলে তাই স্বার্থপর হয়ে যাই ও নিজের কথাই ভাবি। আর এই ভাবনা থেকেই কামনা বাসনার জন্ম দেয়, আর ত্যাগে নয় ভোগের দিকে নিয়ে যায়। আর ভালবাসা সর্বজনীন ও প্রেম পারস্পরিক বিশ্বাস শ্রদ্ধাবোধের নির্ভরতার আকর্ষণ হারিয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়।

ভালোবাসা দিবস ও বাস্তবতা: বিশ্ব ভালোবাসা দিবস বা ভ্যালেনটাইনস ডে পালন করা হয় ১৪ ফেব্রুয়ারি! ভ্যালেনটাইন নামক ব্যক্তির পর সেবায় জীবনোৎসর্গ করে যে দিনটি পালন হয় শুধু হল তা আজ বাণিজ্যিক ও কৃত্রিম ভালোবাসা দিবস বা ভ্যালেনটাইনস ডে হিসেবে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত!

আজ আমাদের কাছে ভালোবাসা দিবস মানে প্রেমিক-প্রেমিকার দেখা সাক্ষাৎ, সাজ-সজ্জা, উপহার বিনিময় ও চাওয়া-পাওয়ায় নানা আয়োজন। ভালোবাসাও আজকাল নির্দিষ্ট দিন করে উদ্‌যাপন করতে হয়। ভালো তো প্রেম ভালোবাসা বিশেষ মর্যাদা পায় বলে মনে করি। কিন্তু আদৌ কি তা পায়?

ভালোবাসা তো ভালো লাগা থেকে শুরু হয়। আমি ও আমাদের কি ভালো লাগে প্রকৃত সৌন্দর্য ও গুণাবলী না-কি কৃত্রিম সাজ-সজ্জার সৌন্দর্য ও মিথ্যার ফুলঝুরি। ভালোলাগাটা কি প্রকৃত, নাকি অন্যকিছু! ভালোবাসার মানুষকে কাছে পাওয়ার তীব্র আকঙ্ক্ষাই তো প্রেম ভালোবাসা যেখানে থাকে পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা। ব্যক্তির প্রতি প্রবল টান ও আকর্ষণই তো বিশ্বাসপূর্ণ আস্থার নির্ভরতায় নিয়ে যায়।

আজকাল ভালোবাসা দিবস পালন অতৃপ্ত বাসনা চরিত্রার্থ করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বাস ও আস্থার জায়গা খুবই ক্ষীণ। ফলে সত্যতার নামে নগ্নতা, ভালোবাসার নামে নিষ্ঠুরতা, আভিজাত্যের নামে অসামাজিকতা লক্ষ্য করা যায়। এর কারণেই আজকাল প্রেম ভালোবাসা খুবই সহজ ও সস্তা হয়ে গেছে। হৃদয়ের ভালোবাসা ও মনের আকর্ষণের চেয়ে কৃত্রিম ফুল আর উপহার জায়গা করে নিয়েছে! আর ভেঙ্গে যায় ভালোবাসা ও হারিয়ে যায় মনের মানুষ। এমনি ভেঙ্গে যায় প্রেম ভালোবাসা গড়া সুখের সংসার। এযেন ভালোবাসা নয় ক্ষণিকের উন্মাদনা।

উপসংহার: ভালোবাসা মনের একটি অনুভূতি, যা দেখা যায় না, অনুভব করে বুঝে নিতে হয়। শ্রদ্ধা, সম্মানবোধ ও স্নেহের সম্পর্কযুক্ত অবস্থার নামই ভালোবাসা! একে অন্যের প্রতি দায়বদ্ধতা। পরস্পরের প্রতি যত্নশীলতায় সহমর্মিতায় পথ চলা। এ ভালোবাসা নিরন্তর। সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেওয়া ও পরস্পরের ভুলগুলো নিয়ে তর্ক নয় বরং বুঝাবুঝির মধ্যদিয়ে এগিয়ে যাওয়াই প্রেম ভালোবাসা! আবেগে আপ্লুত হয়ে কামনা ও বাসনা চরিত্রার্থ করা নয় বরং বিশ্বাস ও আস্থায় একে অন্যকে বেঁধে রাখা। মায়া আদর ও শাসনের বন্ধনে জড়িয়ে রাখা। আর এতেই অটুট থাকে ভালবাসা, আবেগের উন্মাদনায় নয়॥

এসো পরস্পরকে ভালবাসি: প্রসঙ্গ বিশ্ব ভালবাসা দিবস

শিশির কোড়াইয়া

ভালোবাসার নেই কোন রূপ বা রঙ। হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয় ভালোবাসা। প্রিয়জনকে ভালোবাসতে বা তা প্রকাশ করতেও প্রয়োজন নেই কোনো নির্দিষ্ট ক্ষণ, দিন, মাস বা বছরের। তারপরও সব কথার পরেও গুরুত্ব বলে একটা কথা থেকে যায়। আর এই ভালোবাসার গুরুত্ব বা তাৎপর্যকে তুলে ধরতেই জন্ম হয় বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের।

১৪ ফেব্রুয়ারি, বহু আকাঙ্ক্ষিত, প্রতীক্ষিত একটি দিন। এই দিনে আমরা আমাদের প্রিয়জনদের প্রতি ভালোবাসা সাড়ম্বে প্রকাশ করি বিভিন্ন কিছুর মধ্যদিয়ে। ফুল, কার্ডসহ বিভিন্ন উপহার দিয়ে প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাই। তবে বেশিরভাগ মানুষ মনে করে যে, এই দিনটি কেবল মাত্র প্রেমিক-প্রেমিকা ও দম্পত্তিদের জন্য সীমাবদ্ধ নয়, তবে যে কেউ এই দিনে তাদের প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে পারে।

বিশ্ব ভালবাসা দিবসের দিনটির নামকরণ করা হয়েছে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের নামানুসারে। পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে পোপ গেলাসিয়াস ১৪ ফেব্রুয়ারি দিনটিকে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস হিসাবে ঘোষণা করেন। আমরা যদি ইতিহাসের পাতাগুলি উল্টে দেখি তবে দেখতে পারব যে, তৃতীয় শতাব্দীর সময় রোমের বাসিন্দা, পুরোহিত ও চিকিৎসক সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের আত্মত্যাগের স্মরণে উদ্‌যাপিত হয়েছিল এই দিনটি। যিনি ছিলেন একজন ধর্মপ্রচারক পাশাপাশি তিনি তরুণ-তরুণীদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য বিবাহের অনুষ্ঠান করতেন। এর ফলে রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ক্লাডিয়াস তাঁকে বন্দী করে। এ অবস্থায় তিনি এক কারারক্ষীর অন্ধ মেয়ের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলে তাঁর জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে যায়। এতে সম্রাট ক্লাডিয়াস ঈর্ষান্বিত হয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। মৃত্যুদণ্ডের দিনটি ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। পরবর্তীতে জানা যায় ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ গেলাসিয়াস প্রথম এই দিনটিকে ভ্যালেন্টাইন ডে হিসাবে ঘোষণা করেন। ১৭০০ শতাব্দীতে দিনটিকে জনপ্রিয়ভাবে পালন শুরু করে ব্রিটেনে। যেখানে তাতে লেখা কার্ড, অথ বা উপহার বিনিময়। এরপর ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যিকভাবে প্রথম ভালবাসা দিবস-এর উপহার তৈরি শুরু করেন । এ হাওল্যান্ডা পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো ভ্যালেন্টাইন কার্ডটি সংরক্ষিত করা আছে।

পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণে বাংলাদেশ, ভারতসহ বিশ্বের সব দেশেই দিনটির কদর বাড়ছে। বিশেষত তরুণ সমাজে দিনটির গুরুত্ব অপরিসীম যা রীতিমত চোখে পড়ার মত। উনবিংশ শতাব্দীতে এই দিনটি সর্বজনীন উৎসব হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুরু হয় ভালোবাসার মানুষকে নানা উপহার দেয়ার এবং একান্তে সময় কাটানোর রীতি। কথিত আছে যে, পৃথিবী থেকে যত সত্যিকারের প্রেমিক-প্রেমিকা মারা যায় তাদের ভালোবাসা নাকি জমা থাকে সূর্যের কাছে, তাইতো সূর্যের রং লাল। ভোরের সূর্যোদয় ভালোবাসার মানুষের মনে রং ছড়ায়। তাইতো বিশ্বের সব প্রেমিক ভোরের সূর্যের ছড়িয়ে দেয়া আলোর কাছ থেকে দীর্ঘনিশ্বাসে ভালোবাসা সংগ্রহ করে। প্রকৃতি থেকে নেয়া এ ভালোবাসা বিলিয়ে দেয় সারাদিন একে অন্যের মাঝে। যদিও এই মিথের উৎপত্তি কোথা থেকে তা অজানা। এই দিনটির প্রধান উদ্দেশ্য হল, প্রিয়জনকে দিনটি উৎসর্গ করা। যারা আপনার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন, করেছেন, যেন সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রতি নিজেদের ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য মনুষ সাধারণত এই দিনটি উদ্‌যাপন করে। আসুন, বিশ্ব ভালবাসা দিবসে : পরস্পরকে ভালবাসি, প্রতিক্ষণে প্রতিমুহূর্তে।

এই দিনটির প্রধান উদ্দেশ্য হল, প্রিয়জনকে কয়েকটা দিন উৎসর্গ করা। যারা আপনার জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন, সেই সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রতি নিজেদের ভালবাসা এবং শ্রদ্ধা প্রকাশের জন্য মানুষ সাধারণত এই দিনটি উদ্‌যাপন করে। উদ্‌যাপনটি সাতদিন ধরে চলে। পুরো সপ্তাহটাই ভ্যালেন্টাইন সপ্তাহ হিসেবে পরিচিত এবং মানুষ একে অপরকে উপহার ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন॥

ভালোবাসায় রাঙানো বসন্ত উৎসব

মারলিন ক্লারা

বাঙালি জাতি উৎসব প্রিয় একথা সকলেই অবগত। যেমন বলা হয় 'হিন্দুদের বারো মাসে তেরো পূজা' তেমনিই সমগ্র বাঙালি সমাজ বছরে কতোবার যে উৎসবের সাজে সেজে ওঠে তার কোনো মাপজোক নেই। এপার বাংলা কিংবা ওপার বাংলা উভয় দিকেই ১ ফাল্গুন, ১ বৈশাখ একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনেই যেন আবদ্ধ।

বঙ্গাব্দে ফাল্গুন হচ্ছে একাদশ মাস। কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের জড়তা ঘুচিয়ে অনেকটা যেন আড়ালে আড়ালে প্রস্তুতি সেরে হঠাৎ করে ঝলমলিয়ে ওঠে বসন্তের প্রকৃতি। হাজারো ফুলে যেমন চারদিক ছেয়ে যায়, তেমনি শীতের আড়ষ্টতা ঝেড়ে ফাগুনের আরামদায়ক হাওয়া গায়ে মেখে মন চায় পেখন মেলে ঘুরে বেড়াতে।

গ্রেগরীয় বর্ষপুঞ্জি অনুসারে ফাল্গুন মাস সাধারণত ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে গনণা করা হয়। তবে বাংলাদেশে বাংলা বর্ষপুঞ্জি কয়েকবার সংস্কার করে ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সরকারি ভাবে ফাল্গুন মাস ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে আরম্ভ হয়। বাংলাদেশে ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ কর্তৃক আয়োজন করা হয়েছিল বসন্ত উৎসব। তবে অনেক আগে থেকেই সীমিত পরিসরে একেক জায়গায় বসন্ত উৎসব পালন করা হতো। বাংলাদেশে ১৪০১ বঙ্গাব্দ থেকে প্রথম 'বসন্ত উৎসব' উদ্‌যাপন করার রীতি চালু হয়। তখন থেকেই 'জাতীয় বসন্ত উৎসব উদ্‌যাপন পরিষদ' এই আয়োজন করে। এখন শুধু রাজধানীই নয়, দেশের প্রায় সব জেলায় এমনকি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও পালন করে। বসন্ত উৎসব একটি সর্বজনীন উৎসবে রূপান্তরিত হয়েছে।

১৪ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টাইন'স ডে হিসেবেও পালিত হয় ৪৯৬ খ্রিস্টাব্দে পোপ সেন্ট জেলাসিউও ১ম জুলিয়াস ভ্যালেন্টাই'স স্মরণে ১৪ ফেব্রুয়ারিকে ভ্যালেন্টাইন'স দিবস ঘোষণা করেন। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে সারাবছর ধরে এরকম বিভিন্ন দিবস উদ্‌যাপনের রীতি আছে। কিন্তু নানা কাহিনীর পথ পরিক্রম করে পাশ্চাত্যে এই ভ্যালেন্টাইন'স ডে উজ্জ্বলতম দিবস হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে।

বর্তমানে ইন্টারনেটের কল্যাণে এই দিবসটি আমাদের দেশে ভালোবাসা দিবস হিসেবে খ্যাত হয়েছে। যদিও ভ্যালেন্টাই'স ডে প্রেমের স্বীকৃতি সংক্রান্ত কারণেই বিখ্যাত তবে আমাদের বাংলাদেশে আমরা তা প্রিয়জনকে ভালোবেসেও উদ্‌যাপন করি। এই দিনে প্রিয়জনকে কয়েকটি ফুল, সামর্থ অনুযায়ী উপহার প্রদান করতে পারি। ভালোবাসার মানুষ উপহারের আর্থিক মূল্য নয়, আন্তরিকতাকেই অধিক গুরুত্ব দান করে। আসুন, আসন্ন পহেলা ফাল্গুন এবং ভালোবাসা দিবসে আমরা পরস্পপকে সত্যিকার ভালোবাসায় আপ্লুত করি।

ভালবাসাকে ভালবাসো, ভালবাসাকে ভাল রাখো

গৌরব জি পাথাং

আজ ১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টাইন ডে। এ দিন যুবক যুবতীদের নিকট এক প্রত্যাশিত এবং বহুল প্রতীক্ষিত দিন। কারণ যুবক যুবতীরা এ দিনের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল হয়ে থাকে তার প্রিয় মানুষটিকে ভালবাসার কথা জানাবার জন্য এবং হৃদয় দিয়ে তাকে ভালবাসার জন্য। বছরের অন্যান্য দিনের তুলনায় এ দিনের গুরুত্ব অনেক। এ দিন শুধু ভালবাসার দিন। বছরের যে কোন দিনই ভালবাসা যায়। তারপরও এ দিনটি বিশেষ একটি দিন। এ দিন যুবক যুবতীদের কাছে অতিপ্রিয় দিন। এ দিন ভালবাসাকে অনুভব করার দিন, এ দিন ভালবাসাকে ভালবাসার দিন। বর্তমানে ভালবাসা দিবস পালনের আরো তাৎপর্য রয়েছে। ভালবাসার মহত্ত্ব যেন যুবক যুবতীরা বুঝতে পারে, ভালবাসার মর্যাদা যেন দিতে পারে এবং ভালবাসা যেন দিন দিন সবার হৃদয়ে বৃদ্ধি পায় সেই জন্য দিনটিকে পালন করা উচিত। প্রেমিক-প্রেমিকা পরস্পরকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানাবে শুধু তা-ই যেন মুখ্য না হয় বরং ভালবাসা যেন তারা হৃদয়ে উপলব্ধি করে। প্রকৃত ভালবাসা উপলব্ধির জন্যই ভালবাসা দিবসের প্রয়োজন। কারণ প্রকৃত ভালবাসার জন্যই এ দিবসের সূচনা। এ দিবসের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাব যে, ভালবাসা মানেই আত্মত্যাগ কিংবা ত্যাগস্বীকার। ভালবাসা মানেই দায়িত্ব, ভালবাসা মানেই সেবা। ভালবাসার আরেক নাম পাওয়ার বা শক্তি। যে ভালবাসার শক্তির কারণে দূরের মানুষ কাছে আসে, পর আপন হয়, নতুন পরিবার গঠিত হয়, নতুন সৃষ্টি হয় এবং জন্ম হয়।

ভালবাসা দিবসের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে অনেকেই মনে করেন যে, ভ্যালেন্টাইনস ডে বা বিশ্ব ভালবাসা দিবস রোমান পুরোহিত বা পাদ্রি সেন্ট ভ্যালেন্টাইনের নামানুসারে এ দিবসের নাম ভ্যালেন্টাইনস ডে। ২৬৯ খ্রিস্টাব্দের দিকে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামে একজন পুরোহিত ও চিকিৎসক ছিলেন। রোমান রাজ্যে খ্রিস্টের বাণী প্রচারিত হওয়ার আগে রোমানরা দেবদেবীর পূজা করত। রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস খ্রিস্টের বাণী প্রচার করার অভিযোগে সেন্ট ভ্যালেন্টাইনকে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। সেই দিন ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি। সম্রাটের নিকট অপ্রিয় হলেও ভ্যালেন্টাইন ছিলেন সবার কাছে অতিপ্রিয়। ভ্যালেন্টাইন কারাগারে থাকার সময় কারারক্ষীর অন্ধ মেয়ের সাথে তার বন্ধুত্ব হয় এবং তাকে অন্ধতা থেকে সারিয়ে তোলেন। সেন্ট ভ্যালেন্টাইন মৃত্যুর আগে একটি চিঠি লিখে যান। সেখানে লেখা ছিল--"লাভ ফ্রম ইওর ভ্যালেন্টাইন।" সেই কাহিনী অনুসারে সে দিন থেকে যুবক যুবতীদের মধ্যে ভালবাসার বাণী পাঠানোর রীতি চালু হয়। অপর দিকে আরেকটি প্রচলিত কাহিনী আছে। আর তা হল- ভ্যালেন্টাইন নামে আরেক পাদ্রি ছিলেন। তার সময় রোমান সম্রাট দ্বিতীয় ক্লডিয়াস রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও জনবিরোধী কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এ সময় তিনি দক্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তোলার বাসনাও পোষণ করেছিলেন। কিন্তু রোমানরা স্ত্রী-কন্যা, পুত্র, পরিবার ছেড়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানান। সম্রাট তাই রাগান্বিত হয়ে যুবকদের বিয়ে নিষিদ্ধ করেন। ভ্যালেন্টাইন এ অমানবিক নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদ করেন এবং গোপনে অনেক প্রেমিক জুটির বিয়ে দেন। এ রকম একটি গোপন বিয়ের অনুষ্ঠানে ভ্যালেন্টাইন ধরা পড়েন। সম্রাট তাকে কারাগারে নিয়ে বন্দি করেন। ভ্যালেন্টাইন সম্রাটের রোষানলে পড়লেও মানুষের ভালবাসার অভাব ছিল না। প্রতিদিন তাকে শত শত নর নারী জানালা দিয়ে ফুল দিয়ে যেত। তিনি তার মৃত্যুর আগে শুভাকাঙ্ক্ষীদের নিকট চিরকুট রেখে যান। তাতে লেখা ছিল- "লাভ ফ্রম ইওর ভ্যালেন্টাইন।" সে দিন থেকে প্রিয়জনকে ভালবাসার বাণী পাঠানো শুরু হয়। তারই ধারাবাহিকতায় আজ সারা বিশ্বে বিশ্ব ভালবাসা দিবস পালিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে ভালবাসা দিবসের প্রবর্তক বলা হয় সাংবাদিক ও 'যায় যায় দিন' পত্রিকার সম্পাদক শফিক রেহমানকে। ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দে তারই উদ্যোগে বাংলাদেশে ভালবাসা দিবসের সূচনা হয়। তিনি লন্ডনে পড়াশোনা করতে গিয়ে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হন এবং ভ্যালেটাইনস ডে সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। পরে দেশে ফিরে 'যায় যায় দিন' পত্রিকার মাধ্যমে বিশ্ব ভালবাসা দিবস সম্পর্কে বাংলাদেশী মানুষের কাছে তুলে ধরেন। তিনি বিশ্ব ভালবাসা দিবস উপলক্ষে 'যায় যায় দিন' পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতেন যা তরুণ-তরুণীদের কাছেই অতিপ্রিয় ছিল। এই পত্রিকার বিশেষ দিক ছিল পাঠকরাই পত্রিকার লেখক ছিলেন। লেখার সাথে ফোন নাম্বার ও ঠিকানা দেওয়া থাকত। তাই লেখক ও পাঠকের সাথে একটা সম্পর্ক তৈরী হতো। এর কারণে পত্রিকাটি দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বর্তমানে ভালবাসা দিবসটি যুব সমাজের কাছে একটি বহুল কাঙ্ক্ষিত এবং প্রতিক্ষিত দিন। ভালবাসা দিবসে যুবক-যুবতীরা ভালবাসার মানুষকে নানা উপহার দেন, গোলাপ ফুল বিনিময় করেন, লাভ চকলেট আদান প্রদান করেন।

ভালবাসা দিবস সবার কাছেই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন। এদিন শুধুই ভালবাসার দিন। ভালবাসাকে উদ্‌যাপন করার দিন। ভালবাসাকে উপলব্ধি করার দিন। অনেকেই মনে করেন ভালবাসার জন্য কোন নির্দিষ্ট দিনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমি মনে করি ভালবাসাকে উদ্‌যাপন করার এবং প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ভালবাসার জন্য কিছু সময় রাখা ও সময় দেওয়া প্রয়োজন। তাতে ভালবাসা নতুন ক'রে ধরা দেবে। ভালবাসা দিবসের ইতিহাস শেখাবে ভালবাসলে ত্যাগস্বীকার ও আত্মত্যাগ করতে হয় আর সেবা করতে হয়।

তবে নিরাশার কথা হল, ভালবাসা দিবস পালিত হলেও তার গুরুত্ব উপলব্ধি করছে না কেহই। আনুষ্ঠানিকতার মধ্যদিয়ে, শুভেচ্ছার মধ্যদিয়ে দিনটি পালিত হলেও প্রকৃত ভালবাসা প্রকাশিত হচ্ছে না। তাই দেখি আজও ভালবাসা মানুষের কামনার আগুনে জ্বলেপুড়ে মরছে, ভালবেসে কেউ হারিয়ে যাচ্ছে, কেউবা ধর্ষিত হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত ভালবাসা তো হারিয়ে যাওয়ার কথা না, ধর্ষিত হওয়ার কথা না। ভালবাসা তো ভালবাসারই কথা। তবে কেন ভালবাসার এই বিপরীত অবস্থা? তাই আজ ভালবাসাকে বলতে হবে-ভাল থেকো ভালবাসা। ভালবাসাকে ভালবাসো, ভালবাসাকে ভাল রাখো॥

আমার একটু লোভ ছিল

বনবিথির কবি

আর কোন কিছুতে লোভ ছিলনা
যতটা ছিল বসন্তের কোকিল আর
বাসন্তী শাড়ীতে তোমাকে।
শিশিরে পা ভেজানো সকাল
শার্টের নিম্ন ভাগে
ঘোলাটে চশমা পরিষ্কার অথবা
কনকনে বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ
খুঁজে বেড়ানোর মত ছেলে-খেলা
ছোট কিছু না হলেও
আমি মুখ ফিরিয়ে নিতাম
যদি দেখতাম বসন্তের কোকিল
পেতাম বসন্তের শাড়ীতে তোমাকে।

তুমি কি আমাকে সত্যিই ভালোবাস?

রনেশ রবার্ট জেত্রা

জীবনে বেঁচে থাকার অপর নাম ভালবাসা। ভালোবাসাকে নিয়েই আমদের বেঁচে থাকা। প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসা একটি অনুভবের বিষয়। আমরা সবাই ভালোবাসা পেতে চাই। কিন্তু অনেক সময় আমরা নিজেরা অন্যকে ভালোবাসতে কার্পণ্য করে বসি।

১৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস । এই দিনটি আমাদের দেশে খুব আনন্দ সহকারেই পালন করা হচ্ছে। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে কারো কারো জীবনে কিছু স্মরণীয় স্মৃতি লুকায়িত থাকে। দিনটি শুধু প্রেমিক- প্রেমিকাদের মধ্যে আর সীমাবদ্ধ নয় বরং পিতা-মাতা, ছেলে-মেয়ে, ছোট-বড় সকলের মধ্যেই কম-বেশি প্রচলিত রয়েছে। দিনটিতে বিভিন্নজন বিভিন্ন উপহার দিয়ে প্রিয়জনদের প্রতি বিশ্ব ভালোবাসার শ্রদ্ধা, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা নিবেদন করে থাকে। যাহোক এই দিনটিকে কেন্দ্র করে আমি প্রকৃত ভালোবাসার একটি বাস্তব ঘটনা (পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক) তুলে ধরছি। যা থেকে আমাদের শেখার কিছু বিষয় আছে বলে আমি মনে করি।

রবি ও সুমি তারা দুজনই ছোটকাল থেকেই একই সাথে একই বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করে আসছে। শুধু ক্লাসের দিক থেকে সুমি রবির এক ক্লাস ছোট । দিনটি ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ। তখন তারা কলেজে পড়াশুনা করে। রবি ২য় এবং সুমি ১ম বর্ষে পড়াশুনা করছে। এই দিনে রবি এবং সুমি দুজনেই বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে ঘুরতে গিয়েছে তাদের গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর ধারে। রবির ইচ্ছা প্রকাশেই তাদের এই বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে নদীর ধারে ঘুরতে আসা। যাহোক, সেদিন তারা দুজনে নদীর ধারে বেড়ে ওঠা বরই গাছের নিচে বসার জন্য তৈরী দোলনায় গিয়ে বসেছে। তাদের মধ্যে স্মৃতিচারণ মূলক কিছু কথা হচ্ছে। এমন সময় রবি সুমির সামনে হাঁটু গেড়ে নদীর ধারে ফোটা জংলি ফুল দিয়ে তার ভালোবাসা নিবেদন করে বসলো।

সুমি কিছুক্ষণ নিরব থেকে রবির দেওয়া ফুল গ্রহণ করলো বটে, কিন্তু সুমি তখন মুখ ফোটে কিছু বলল না। এদিকে রবি সুমিকে প্রশ্ন করে বলল, তুমি কি আমকে ভালোবাস? সেখানে সুমির কোন উত্তর আসলো না। সুমি তখন শুধু বললো, রবি চল আমরা এবার বাড়িতে যাই। রবিও কোনো আপত্তি না করে সুমির ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিল। একসময় তারা যার যার বাড়িতে চলে গেলো। পরের দিন দুপুরে সুমি রবিকে ফোন দিয়ে বললো, রবি, I love you এদিকে রবি আনন্দে আত্মহারা হয়ে সুমিকে Thanks বলে অন্যান্য কথা চালিয়ে গেলো। তাদের মধ্যে রবি ছিল স্বচ্ছল পরিবারের ছেলে এবং এদিকে সুমি ছিল বাবা হারানো দিন মজুর মায়ের একমাত্র মেয়ে। এভাবেই তাদের প্রেম চলতে থাকে। একসময় রবি উচ্চ শিক্ষার জন্য দেশের বাইরে চলে যায় । যাওয়ার পূর্বে রবি অবশ্য সুমির সাথে দেখা করে কানাডার উদ্দেশে রওনা দেয়। এদিকে কয়েক বছরের মধ্যে রবি সুমির সাথে যোগাযোগ করেছিল। যোগাযোগের একসময় সুমি রবিকে প্রশ্ন করে বললো, আচ্ছা রবি, "তুমি কি আমাকে সত্যিই ভালোবাস"? রবি সুমির প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললো, পরে দেশে ফিরে গিয়ে বলবো। এর মধ্যে রবি তার উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে দেশে ফিরে আসে। কিন্তু সুমি তা জানতো না। এদিকে রবি তার মাকে জানালো যে আমি পাশের গ্রামের অমুকের মেয়ে সুমিকে বিয়ে করতে চাই । কিন্তু তার মা-বাবা কোনো মতেই রবির কথায় রাজি হলেন না। কারণ সুমি ছিল দরিদ্র ঘরের মেয়ে। অন্যদিকে অর্থের অভাবে দ্বাদশ শ্রেণি সম্পন্ন করতে পারে নি। পরে একসময় রবির মা-বাবা দুজনেই রাজি হয়েছিল বটে। কিন্তু রবির পোড়া কপাল। বিয়ের ঠিক দু'দিন আগে, সুমি যখন বিয়ের শাড়ি-গহনা কিনতে গিয়ে বাসে করে বাড়ি ফিরছিল, তখনই ঘটলো সেই মর্মান্তিক ঘটনাটি। অর্থাৎ পথে আরেকটি বাসের সংঘর্ষে তাদের বাস দুমরে-মুচরে গেলো। সেখানে অনেকেই নিহত হলো। আহত হয়ে বেঁচে থাকলো মাত্র পাঁচজন। তাদের কারো হাত, আবার কারো বা পা ভেঙ্গে গেছে। তাদের মধ্যে রবির প্রেমিকা সুমিও একজন। সুমিকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে পা দুটি কেটে ফেলেছে। এতে সুমি তার পা দুটি চিরদিনের জন্য হারিয়ে ফেলেছে। সুমি নিজের ভবিষ্যৎ জীবন চিন্তা করে কান্না করছিল। এদিকে রবি খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে সুমিকে দেখতে। রবিকে দেখে সুমি কান্না থামিয়ে একটু হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করে রবিকে, কেমন অছো রবি? রবি চুপ করে থাকে। রবি কোন উত্তর দেয় না। সুমি একপর্যায়ে রবিকে বললো, রবি তুমি অন্য কাউকে বিয়েটা করে ফেলো। রবি এবার সুমির সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বললো, আমি তোমাকে সত্যি সত্যিই ভালোবাসি। এদিকে রবির মা-বাবার এতে আবার আপত্তি। রবি বাড়িতে ফিরে আসলে রবিকে বলল, এ বিষয়টি আমরা কোনো মতেই মানতে পারব না। এতে রবি উত্তরে বললো, আমি যে সুমিকে একবারই ভালোবেসেছি এবং তা চিরদিনের জন্য।

রবির মা তাকে প্রশ্ন করে বলল, আচ্ছা রবি, এই পঙ্গু মেয়ে তোমার জন্য জীবনে কি করে দিতে পারবে। মায়ের এমন প্রশ্নে রবি বলল, সুমি আমাকে ভালোবাসতে তো পারবে তাই না!

যাহোক, রবি তার মা-বাবার অমতে সুমিকে বিয়ে করলো এবং তারা সুমির মাকে সঙ্গে নিয়ে অন্য একগ্রামে বসবাস করতে লাগলো। তারা এখন সংসার করছে । এই দম্পতির ঘরে এখন দুটি ছেলে-মেয়ে। তাদের সংসার গোছানো। রবি সরকারি চাকরি করে এবং সুমি হাতের কাজে দক্ষ থাকায় সে কিছু জিনিস তৈরি করে এবং সেই টাকা জমিয়ে রেখে দরিদ্রদের জন্য এক মানবিক সংস্থাতে দান করে এবং স্বামী ও সন্তানদের জন্য মাঝে মধ্যে হুইল চেয়ারে করে রান্না করে খাবার প্রস্তুত করে। তার সাথে একজন কাজের মেয়ে অবশ্য সাহায্য করে এবং সন্তানদেরকে সেই কাজের মেয়েই স্কুলে নিয়ে যাওয়া-আসা করে। এদিকে রবি সবসময় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়িতে ফিরে আসে। রাত্রে প্রায় সময়ই সন্তানদের নিয়ে আনন্দে মেতে থাকে। এভাবেই তাদের সংসার চলছে।

রবি এবং সুমি, এই দম্পতির মধ্যে গভীর ভালোবাসা ছিল বিধায় শত প্রতিকূলতার মধ্যেও বা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আজ তারা দুজন-দুজনার। তাদের ভালোবাসায় ছিল একে-অপরের প্রতি বিশ্বাস বা নির্ভরতা। তাদের এই গভীর ভালোবাসার আলোকে একজন চিন্তাবিদের ভাষায় বলতে পারি যে "গভীর ভালোবাসার কোনো ছিদ্রপথ নেই" (জন হে উড)। আর সত্যিকার অর্থেই তাদের ভালোবাসায় কোনো ছিদ্রপথ ছিল না। যে পথ দিয়ে তারা একে-অপরকে ছেড়ে চলে যাবে।

বর্তমান বাস্তবতায় আমরা বেশিরভাগ সময়ই তার উল্টো দিকটা লক্ষ্য করি। যেমন একজন ছেলে একজন মেয়েকে পছন্দ হলো কিংবা একজন মেয়ের একজন ছেলেকে দেখে পছন্দ হলো, ঠিক তখনই সেই ছেলে বা মেয়ে কোনো কিছু চিন্তা না করেই প্রেম প্রকাশ বা প্রেম নিবেদন করতে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এমনকি দেখা যায় যে, কোন কোন সময় তাদের খাওয়া নেই, ঘুম নেই, পড়াশুনা নেই সারাক্ষণ সে ছেলে তার পছন্দের মেয়েকে নিয়ে ভাবতে থাকে। সে মেয়ে বা ছেলেই যেন তার সবকিছু। আর এটিই বর্তমান বাস্তবতা। এমনকি জীবনে যাকে কোনদিন চোখে দেখেনি তাকেও আজ প্রেম প্রকাশ করছে। আর বর্তমান বাস্তবতায় প্রেম প্রকাশের সহজ মাধ্যম হচ্ছে মোবাইল-ফোন। মোবাইল-ফোন থেকে সহজে যেমন কোন কিছু ডিলিট বা মুছে ফেলা যায়, তেমনি বর্তমান প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রেম বা ভালোবাসাও খুব সহজেই ভেঙ্গে যাচ্ছে। কারণ আজ-কাল প্রেম-ভালোবাসার মধ্যে বেশির ভাগ সেই রবি এবং সুমির ভালোবাসার মতো গভীর হয় না বা একে-অপরের প্রতি বিশ্বস্ত হয় না। তাইতো আমাদের যুগের পরিক্রমা লক্ষ্য করে একজন বড় মনোবিজ্ঞানী বলেছেন,"আমাদের সভ্যতার ছেলে-মেয়ে খুবই কম ভালোবাসা দক্ষতা শিখতে চেষ্টা করে, শুধু টাকা-পয়সা, মান-মর্যাদা ও ক্ষমতাগুলোতে বেশি গুরুত্ব দেই। ভালোবাসার দক্ষতা অর্জনে কোনা চেষ্টাই করে না।"

ভালোবাসা একটি দক্ষতা যা আমাদেরকে শিখতে হয়। শুধু বিবাহ জীবনে আবদ্ধ হয়ে একজন প্রেমিক-প্রেমিকার প্রেম-ভালোবাসা থেমে থাকে না। এই জগৎ সংসার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ভালোবাসার চর্চা করে যেতে হয়। যতই চর্চা করবে ততই ভালোবাসার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

বর্তমান বাস্তবতায় বিশ্বস্ত প্রেমিক-প্রেমিকা হওয়াটা কতটাই না প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে, যাকে আমরা সত্যিকার অর্থে ভালোবাসি তার সমস্ত প্রতিবন্ধকতা আমরা গ্রহণ করে নিতে পারি। যা আমরা উল্লিখিত ঘটনায় রবি এবং সুমির জীবনে তাদের ভালোবাসার আদর্শ উপলব্ধি এবং অনুকরণ করতে পারি।

পরিশেষে বলব যে, এ বছরের বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে আসুন আমরা নিজেদেরকে একটু মূল্যায়ন করে দেখি এবং প্রশ্ন করি যে, আমি/আপনি যাদেরকে ভালোবাসি আমরা কি সত্যিকার অর্থেই তাকে/তাদেরকে ভালোবাসি? নাকি আমার ভালোবাসায় ছল-চাতুরী, প্রতারণা, স্বার্থপরতা এবং ভণ্ডামি রয়েছে কিংবা আমাদের ভালোবাসায় কি কোন ছিদ্রপথ আছে যা দিয়ে আমার ভালোবাসার মানুষ একদিন বেরিয়ে যাবে। ভালোবেসে আমরা কি তার/তাদের প্রতি বিশ্বস্ত? আমরা যদি সত্যিকার অর্থেই কাউকে ভালোবাসি তাহলে যখন প্রিয় মানুষটি আমাকে/আপনাকে প্রশ্ন করে বলবে যে, অমুক, তুমি কি আমাকে সত্যিই ভালোবাস? তখন আমি/আপনি যেন নির্ভয়ে তার উপর বিশ্বাস রেখে বলতে পারবো যে হ্যাঁ, আমি তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি। আমরা যদি বুকে হাত রেখে বিশ্বাসের সাথে এই কথাটি প্রিয় মানুষকে বলতে পারি, তখন তার সকল প্রতিবন্ধকতার মাঝেও আমরা তাকে গ্রহণ করতে পারবো। বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে সকলকে জানাই ভালোবাসা দিবসের প্রার্থনাপূর্ণ শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। এই দিনে সকল প্রেমিক-প্রেমিকাদের প্রেম/ভালোবাসা সত্যিকার ভালোবাসায় পরিণত হোক। ভালোবাসার জয় হোক।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১. নিরাময় : ভালোবাসার সৌন্দর্য-ফাদার সিলভানো গারেল্লো।

‘মঙ্গল দ্বীপ জ্বেলে’ লতাজি চলে গেলেন

সাগর কোড়াইয়া

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াকালীন আমাদের বাড়িতে প্রথম টেপরেকর্ডার আনা হয়। মনে পড়ে মধ্যরাতে বাবা ঢাকা থেকে টেপরেকর্ডারটি এনেছিলেন। বিদ্যুৎ সংযোগ ছিলো না সে সময়। তৎকালীন হক ব্যাটারী দিয়ে টেপরেকর্ডার চালানো হয়। আমরা ঘুমিয়েছিলাম। বাবা ব্যাটারী সংযোগ দিয়ে টেপরেকর্ডারটি চালু করেন। সে সময়ই প্রথম ক্যাসেটপ্লয়ার দেখা। রাতের আঁধার ভেদ করে মিষ্টি সুরেলা কণ্ঠে গান বেজে ওঠে। বিছানায় শুয়ে থেকে গানটি শুনতে থাকি; “আষাঢ় শ্রাবণ মানে না তো মন...”। সে সময় জানতাম না শিল্পীর নাম। অনেক পরে জানতে পারি গানটি উপমহাদেশের সুরের সাম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া। বড় হবার সাথে সাথে ভারতীয় এবং বাংলাদেশের ক্লাসিক্যাল, আধুনিক, রবীন্দ্র ও নজরুল সংগীত শুনেই সময় কেঁটেছে। লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া অধিকাংশ গানের সাথে সে সময় থেকেই পরিচয়। কোন একটি নির্দিষ্ট গানের কথা বললে অবিচারই করা হবে। লতা মঙ্গেশকরের গাওয়া সব গানের মধ্যেই একটা আলাদা আবেদন রয়েছে। কণ্ঠের যাদুতে তিনি বিমোহিত করতে পারতেন সব শ্রেণীর মানুষকে।

সত্যি বলতে লতা মঙ্গেশকরের গান শুনেছি তবে তার কোন ছবি তখনো পর্যন্ত দেখা হয়ে ওঠেনি। তবে তার একটি কাল্পনিক চিত্র ঠিকই মনের মধ্যে গেঁথেছিলো। কণ্ঠের মাধুর্য্যে মনে হতো বিশ থেকে পঁচিশ বছর বয়সী কোন মেয়ের গাওয়া গান হবে হয়তোবা। আর লতা মঙ্গেশকরকে অল্পবয়সী বলেই মনে হতো আমার। পরবর্তীতে ছবি দেখার পর সে ভুল ভাঙ্গে। তখনই তার বয়স প্রায় সত্তর বয়সের কাছাকাছি হবে। তিনি যেমন তার গানের মধ্যে প্রেমকে নতুন মার্গ দিয়েছেন; তেমনি ধর্মীয় গানের মধ্য দিয়ে জাগিয়ে তুলেছেন আধ্যাত্মিক এক পরম জগত। বিশেষ করে হিন্দি ভাষায় খ্রিস্টীয় সংগীতে তার অবদান অনস্বীকার্য। একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়েও তিনি খ্রিস্টের মঙ্গলসমাচার গানের মাধ্যমে প্রচার করেছেন। “যিশু নাম সবচেয়ে মহান” গানটি এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। উপমহাদেশের সুরের সাম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে মুম্বাইয়ে ৯২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

লতা মঙ্গেশকরকে সন্মানসূচক লতাজি বলেই সন্মোধন করা হতো। কণ্ঠ এবং সুরের সাধনাই তাকে আজকের এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে। ব্যক্তি জীবনেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত অমায়িক এবং কর্মে নিষ্ঠাবান। করোনা ও নিমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে লতাজি হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি থাকাকালীন তার ভাতিজি জানান, ‘লতাজি ধীরে ধীরে সুস্থ হচ্ছেন এবং

তার পরিস্থিতি একদম স্থিতিশীল। ভগবান সত্যি দয়ালু। লতাজি একজন লড়াকু মানুষ, উনি জিততে জানেন এবং এতো বছর ধরে সেভাবেই তাকে আমরা চিনে এসেছি। সবার প্রার্থনা সঙ্গে থাকলে, কিছুই খারাপ হবে না এটা আমাদের বিশ্বাস’ (বিশেষ দ্রষ্টব্য: হিন্দুস্থান টাইমস্ বাংলা)। লতাজি সুস্থও হয়ে উঠেছিলেন। তবে অসুস্থতায় শারীরিক অবনতি হওয়ায় দেহত্যাগ করেছেন। লতাজির কণ্ঠের জাদু স্বয়ং ঈশ্বর প্রদত্ত। তিনি এক হাজারেরও বেশী ভারতীয় সিনেমায় গান গেয়েছেন এবং তার গাওয়া গানের সংখ্যা প্রায় দশ হাজারেরও বেশী। এছাড়াও ভারতের ৩৬টি আঞ্চলিক ভাষা ও বিদেশী ভাষায় গান গাওয়ারও রেকর্ড করেছেন তিনি। অসংখ্য সন্মাননা ও পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। কিন্তু লতাজির পুরস্কার ও সন্মাননা কখনো তাকে অহংকারী করে তোলেনি। বরং নম্রতা ও অন্যকে সন্মান কিভাবে দিতে হয় সে উদাহরণ ওনার জীবনে বহুবার দেখা গিয়েছে।

লতাজি বাঙালি ছিলেন না তবে বাংলা ভাষার প্রেমে পড়েছিলেন। বাংলার সঙ্গে তার ছিলো আত্মিক সম্পর্ক। তাই বাংলা শিখবেন বলে বাড়িতে শিক্ষক রেখেছিলেন। তবে দায়সারাভাবে নয় বরং রীতিমতো লিখতে ও পড়তে যাতে পারেন সেই চেষ্টা করেছিলেন। আসলে বাংলা ভাষার প্রতি লতাজির আলাদা একটা টান ছিলো। যেটা বাঙালি গীতিকার ও সুরকারদের সাথে কাজের ক্ষেত্রে প্লাস পয়েন্ট হিসাবে কাজ করতো। লতাজির অসীম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন বিখ্যাত বাঙালি সুরকার সলীল চৌধুরী। লতাজি সব সময়ই বলতেন, সলিল চৌধুরী বিরলতম প্রতিভা। সুধীন দাশগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সলিল চৌধুরীর মতো সুরকারদের সঙ্গে তার কণ্ঠের জাদু দিয়ে রচিত গানগুলি বাঙালির অনন্য সম্পদ। লতাজির কণ্ঠে সুমধুর গান “প্রেম একবারই এসেছিল নীরবে” গানের মাধ্যমে বাংলা গানে তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এরপর প্রতিটি বাংলা গানই লতাজিকে অনন্য এক উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। তার কণ্ঠে জনপ্রিয় গানগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে ‘রঙ্গিলা বাঁশিতে কে ডাকে’ ‘না যেও না রজনী এখনো বাকি’ ‘ওগো আর কিছু তো নয়’ ‘আকাশ প্রদীপ জ্বলে’ ‘একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি’ ‘সাত ভাই চম্পা জাগো রে’ ‘নিঝুম সন্ধ্যায় পান্থ পাখিরা’ ‘চঞ্চল মন আনমনা হয়’ ‘আষাঢ় শ্রাবণ মানে নাতো মন’সহ আরো বহু জনপ্রিয় গানের মাঝে লতাজি বেঁচে থাকবেন।

‘মঙ্গল দ্বীপ জ্বেলে অন্ধকারে দু’চোখ আলোয় ভরো প্রভু’ গানটি অনেক শিল্পী অনেকভাবেই গাওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে লতাজির কণ্ঠে গানটি অনন্য রূপ লাভ করেছে। যদিও গানটি ভারতীয় ‘প্রতিদান’ সিনেমার; তবুও গানটিতে স্বর্গীয় ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পেয়েছে শুধুমাত্র লতাজির কণ্ঠের মধ্য দিয়ে। গানটি বাংলাদেশের খ্রিস্টীয় উপাসনায়ও ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও অনেক অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রদীপ প্রজ্বলন বা উদ্বোধনী নৃত্যে গানটি ব্যবহৃত হয় বহুলাংশে। সুরের সাম্রাজ্ঞী লতাজির কণ্ঠে অন্যের মঙ্গলে প্রভুর প্রতি কাতর মিনতি এই পৃথিবীতে আর কখনো শোনা যাবে না। তিনি সঙ্গীতের যে মঙ্গল দ্বীপ পৃথিবীতে জ্বালিয়ে দিয়েছেন তার শিখা আজীবন থাকবে। অন্যদিকে লতাজি স্বর্গীয় পিতার গৃহে মঙ্গল দ্বীপ হয়ে আজীবন জ্বলতে থাকবেন আর পৃথিবীর মানুষের নিমিত্তে প্রভুর নিকট আকুল কণ্ঠে ব্যাকুল চিত্তে গাইবেন, “মঙ্গল দ্বীপ জ্বেলে অন্ধকারে দু’চোখ আলোয় ভরো প্রভু”॥

আজ পহেলা ফাল্গুন

দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজ

শীতের রিক্ততা মুছে অদ্ভুৎ সীমাহীন সুন্দর প্রকৃতিজুড়ে আজ শুধুই নতুনত্বে সাজ। গাছের শুকনো ঝড়া পাতাগুলো আমাদের জানান দিচ্ছে শীতের শেষ আর শীতের শেষ মানেই বসন্তের আগমন। আজ বিশ্বপ্রকৃতি জেগে উঠেছে নতুন প্রাণে। আজ পহেলা ফাল্গুন। পহেলা ফাল্গুন আমাদের বাংলা সংস্কৃতির এক বিশাল ধারক ও বাহক। আজ বাংলার ঋতুরাজ বসন্তের প্রথম দিন। আজ সুন্দর সবুজ মায়াবী প্রকৃতির দক্ষিণা দুয়ারে একদম মুক্ত বিহঙ্গনে বহিছে কেবল ফাল্গুনের ভালোলাগা ও ভালোবাসার হাওয়া। বাংলার আনাচে কোনাচে গাছে গাছে পাখির কণ্ঠে বসন্তের পাগল করা গানের সুর। যে দিকে তাকাই সে দিকেই পলাশ ও শিমুলের গাছে গাছে ফুলের সমাহার আমাদের মন কেড়ে নেয়। প্রকৃতি আজ বর্ণিল সাজে সজ্জিত। ফাল্গুনের হাত ধরেই কিন্তু ঋতুরাজ বসন্তের আগমন বাংলার ঘরে ঘরে।

এবারের পহেলা ফাল্গুন আমাদের মাঝে এসেছে এমন এক সময় যখন সারা বিশ্ববাসী মহামারি করোনার অতি ভয়ে ভীষণ আতঙ্কিত। কিন্তু তারপরও নিশ্চয় নানা বিধ সুন্দর কর্মসূচীর মাধ্যমে পালন ও বরণ করা হবে ফাল্গুনের অনেক প্রাণ জোড়ানো হাওয়ায় ঋতুরাজ বসন্তকে। আজকের এই সুন্দর দিনে বাংলার শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী তথা আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা মেতে উঠবে নানাবিধ আনন্দের মিলন উৎসবে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী বাসন্তী রঙের শাড়ী পড়ে এবং ফুলের বেনী অথবা খোপায় ফুল লাগিয়ে, গলায় ফুলের মালায় নিজকে সাঝবে তরুণীরা। আর তরুনরা নানা বর্ণিল পায়জামা-পাঞ্জাবী পড়ে তরুণ-তরুণী হাতে হাত রেখে ছুটে চলবে আগামী দিনের জন্য সুন্দর স্বপ্ন বাস্তবায়নে। অর্থাৎ পহেলা ফাল্গুনে বাংলার মানুষের ভালোবাসার মন রাঙাবে কিন্তু ঐতিহ্যবাসী বাসন্তী রঙেই। একদম কাকডাকা ভোর হতে গভীর রাত পর্যন্ত চলবে হাতে হাত ধরে চলা ও প্রাণভরে ফাল্গুনের হাওয়ায় নিজেদের একান্ত কাছে টেনে নিবে, আদান-প্রদান হবে ভালবাসার কিছু স্মৃতি চিহ্ন। তারুণ্য মেতে উঠবে নতুন প্রত্যয়ে সুন্দর কিছু করার দীপ্ত প্রত্যয়ে। ভালোলাগা ও ভালোবাসার গানে গানে ভরে যাবে মানুষের হৃদয় মন।

ফাল্গুনের হাওয়ায় শহর হতে শুরু করে বাংলার গ্রামে গ্রামে থাকবে নানাবিধ উৎসবের আয়োজন। শহরের নানা প্রকার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি গ্রাম বাংলায় বসবে মেলা, সার্কাস, বনভোজন, নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও পিঠার মেলা। যেহেতু শীতের শেষে ফাল্গুনের হাওয়া বহিতে থাকে। তাই গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে থাকে নানা প্রকার পিঠার আয়োজন ও আত্মীয়-স্বজনদের দাওয়াত। অর্থাৎ পহেলা ফাল্গুনের বর্ণিল আনন্দ উৎসব শহরের কোলাহল ছাড়িয়ে পড়বে গ্রাম বাংলার ধুলো মাখা আঁকাবাঁকা মেঠোপথের আনাচে কোনাচে সবুজ প্রান্তরে বিশুদ্ধ মনমাতানো ভালোলাগাও ভালোবাসায় নতুন সুন্দরতম জীবনে।

আমরা বাঙালি জাতি সবসময় আমাদের সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে অভ্যস্ত। এবারের পহেলা ফাল্গুন আমাদের যদিও ভীষণ এক দুঃসময়ে উদ্‌যাপন করতে হচ্ছে। তারপরও আজ কিন্তু আমাদের নতুন করে শপথ নিয়ে আগামীর পথে চলতে হবে। আজ হতে আমরা অতীতের সকল বিরোধ-বিবাদ ভুলে উন্নয়নের পথে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলা মাতৃভূমি বাংলাদেশকে সম্মিলিত ভাবে গড়ার প্রত্যয়ে নতুন করে শপথ নিবো। কারণ ফাল্গুনের সাথে মিশে আছে বাংলার অনেক ইতিহাস ও ঐতিহ্য। ফাল্গুনের পাগলা হাওয়ায় আমরা যেন করোনামুক্ত জীবন পেয়ে নতুন স্বপ্নে সুন্দর জীবন গড়তে পারি ও পৃথিবী হয়ে ওঠে করোনামুক্ত।

মনের মানুষ

- সপ্তর্ষি

চলার সে পথ হোক না যত দুর্গম
সে পথের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে
থাকনা যত লুকানো কষ্টের কাঁটা
সে তোমার আমার প্রেমের ব্যাথা।

রাতের অন্ধকার তারার আলোতে
চারিদিকে নামলো গভীর নিরবতা
শুনতে পাই জোনাকি পোকার ডাকে
তোমার আমার বানানো প্রেমগাঁথা।

কত স্বপ্ন দেখি তোমাকে নিয়ে
প্রেম যেন সোনার অমূল্য সম্পদ
বাস্তবতায় যদিও তা দেখি মিথ্যে
তুমি ছাড়া জীবন ধ্বংস হয়ে যাবে।

হৃদয় দুয়ারে রক্তের কালি দিয়ে
লিখেছি কত ভালবাসার কবিতা
তোমাকে নিয়ে আজও দেখি স্বপ্ন
তুমি যে আমার মনের মানুষ।

চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

গ্রাম: চড়াখোলা, পো:অ: কালীগঞ্জ, জেলা: গাজীপুর, বাংলাদেশ।

স্থাপিত: ৩১-১০-২০০৩ খ্রী:, রেজি:নং-১৩, তারিখ: ২২-০৯-২০০৪ খ্রী: (সংশোধিত-৩০, ২০১২ খ্রী:)

১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখ পরিবর্তন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

(আর্থিক বছর: জুলাই ২০২০ খ্রিস্টাব্দ-জুন-২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত)

এতদ্বারা চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, করোনা (কোভিড-১৯) মহামারি সারা দেশে নতুন করে আশংকাজনকভাবে ছড়িয়ে পরার কারনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাময়ীক নির্দেশনা মেনে অত্র সমিতির ১৩তম বার্ষিক সাধারণ সভাটি ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, সকাল ১০টার পরিবর্তে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, রোজ শুক্রবার, বিকাল ৩টায় চড়াখোলা ফাদার উইস্ স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আহ্বান করা হয়েছে।

পরিবর্তীত সময়সূচী অনুযায়ী উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সমিতির সম্মানিত সকল সদস্য/সদস্যাবৃন্দকে যথাসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদান্তে,

কমল উইলিয়াম গমেজ
চেয়ারম্যান
চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

রিগ্যান মাইকেল পেরেরা
সেক্রেটারি
চড়াখোলা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

বিজ্ঞ/৫৩/২০২২

মানব পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং কিছু উপলব্ধি ও অনুপ্রেরণা

সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ

ব্যক্তিগতভাবে সেদিন আমি খুবই আনন্দ পেয়েছিলাম যেদিন একটি বিশেষ সার্টিফিকেট পেয়েছিলাম! হয়তোবা কারো কারো জানার ইচ্ছে হবে যে, কোন সেই সার্টিফিকেট টি যা আমাকে এত আনন্দ দান করেছিল ? হ্যাঁ, তাই আজ আমার এই ক্ষুদ্র লেখনীতে আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চাই। বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন ধর্মসংঘ হতে ১২ জন সিস্টার, ২ জন ব্রাদার ও ১ জন সমাজকর্মী- আমরা এই ১৫ জন সুযোগ পেয়েছি এই অনলাইন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার (Online Training Course in Asia from June19, 2021 to July 17, 2021) এবং সফলভাবে তা সম্পন্ন করে এই সার্টিফিকেট লাভ করার। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ এজন্যে যে, জীবনে বহু সার্টিফিকেট নিজ হাতে গ্রহণ করেছি সত্য, কিন্তু অনলাইন সার্টিফিকেট এই আমার প্রথম অর্জন।

সময়টা ছিল বিগত বৎসরের জুন-জুলাই মাস। হঠাৎ একদিন আমাদের সংঘপ্রধান শ্রদ্ধেয়া সিস্টার জেনারেল আমাকে ডাক দিলেন এবং জানতে চাইলেন যে, আমি TALITHAKUM AND HUMAN TRAFFICKING এর উপর একটি ONLINE FORMATION FOR NEW NETWORKS in ASIA নামে একটি ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশ নিতে পারবো কিনা! সময়টা ছিল করোনাকালীন সময়। অফিস আদালত, স্কুল কলেজ তখনো তেমন একটা করা সম্ভব হচ্ছিল না। মোটামুটি ঘরেই ছিলাম। তাই ভেবেছিলাম যে, সময় যেহেতু আছে এবং বিষয়টিও যুগোপযোগী তাহলে করা যায়। এই ভেবে সিস্টারের কথায় রাজী হয়ে গেলাম। আর পরে অভিজ্ঞতা করি যে এই প্রশিক্ষণটি সত্যিই চমৎকার। সব চেয়ে আনন্দের বিষয় ছিল যে এই আন্তর্জাতিক অনলাইন ট্রেনিং প্রোগ্রামটিতে আমরা বাংলাদেশে অবস্থানরত বিভিন্ন ধর্মসংঘ হতে ১৫ জন অংশগ্রহণ করেছিলাম। এরা হলেন– সিস্টার অর্চনা আইবিভিএম, সিস্টার যোসেফিন এসএসএমআই, সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ, সিস্টার শিল্পী সিএসসি, সিস্টার রয়েনি সিএসসি, সিস্টার জিতা এসএসএমআই, সিস্টার রীণা এসএসএমআই, সিস্টার স্বপ্না সিআইসি, সিস্টার হাসি সিআইসি, সিস্টার লাভলী আরএনডিএম, সিস্টার পলিন পিআইএমই, সিস্টার এডলীন আইবিভিএম, ব্রাদার বকুল সিএসসি, ব্রাদার নির্মল সিএসসি ও মিস হলি দিও ময়মনসিংহ হতে। এখানে উল্লেখ্য যে অন্যান্য দেশ থেকেও সিস্টারগণ এই প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। যেমন পাকিস্তান থেকে ৪২ জন, ভিয়েতনাম থেকে ২০ জন, তাইওয়ান থেকে ২১ জন, শ্রীলঙ্কা থেকে ১৬ জন সহ সর্বমোট ৯৪ জন সিস্টার, ব্রাদার ও কয়েকজন মাত্র সমাজকর্মী এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বাংলাদেশ সময় দুপুর ১:০০ টা থেকে বিকাল ৪:০০ পর্যন্ত পর পর পাঁচ শনিবারে আমরা মোট ৫টি সেশন এ অংশগ্রহণ করে এই সার্টিফিকেট লাভ করেছি। Mr. Stefano Volpicelli- Sociologist, Independent Expert and Consultant (Italy) and Sr. Gabriella Botanni, SMC- Talitha Kum International Coordinator (Rome) এ দু'জন Formators এবং তাদের সাথে সিস্টার আবে এমএম, টালিথাকুম এশিয়া সমন্বয়কারী (জাপান), সিস্টার ক্যানলায়া, টালিথাকুম সমন্বয়কারী (থাইল্যান্ড), সিস্টার পাওলা টালিথাকুম এশিয়া সেক্রেটারী (থাইল্যান্ড), সিস্টার ক্যাথারিনা আরজিএস, টালিথাকুম সমন্বয়কারী, ইন্দোনেশীয়া ও সিস্টার বিবিয়ান এইচএফবি, টালিথাকুম, ফিলিপিন্স এই কয়েকজন মিলে এই প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেছেন। এই প্রশিক্ষণে যে বিষয়ে আমরা আলোকিত হয়েছি তার সামান্য আপনাদের জন্য নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা রাখছি–

১ম অধিবেশন (পরিকল্পনা) : ভূমিকা: মানব পাচারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে অর্থাৎ এর কারণ, পরিসংখ্যান, নিয়োগ ও শোষণের ধরণ কিরূপ তা দিয়ে এই ১ম অধিবেশন শুরু হয়। এই প্রশিক্ষণটি কাথলিক সামাজিক শিক্ষার উপাদানগুলির সাথে মিল রেখেই করা হয়েছে। তারপর তারা নেটওয়ার্কিং বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং টালিথাকুম কিভাবে কাজ করে তা ব্যাখ্যা করেন। অবশেষে প্রতিটি ক্লাশের আগে ও পরে তারা টালিথাকুমের মূল বিষয়গুলি নিয়মিতভাবে উল্লেখ করে উপস্থাপনা করেন।

২য় অধিবেশন : প্রতিরোধ: ২য় অধিবেশনে প্রতিরোধের উপর বিস্তারিতভাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে যা তিনটি পর্যায়ে এর গতিশীল ধারণা,(প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরের প্রতিরোধ) তথ্য ও প্রতিরোধ সম্পর্কিত লক্ষ্য এবং কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য কি তা তুলে ধরা হয়।

৩য় অধিবেশন : সমর্থন: এ পর্যায়ে এসে তারা পাচারে শিকার ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক এবং ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করার ধারণাকে কেন্দ্র করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মৌলিক বিষয়গুলি, যেমন যোগাযোগ সমস্যা সমাধান এবং ক্ষমতায়নের মৌলিক ধারণা অংশগ্রহণকারীদের সাথে সহভাগিতা করেন।

৪র্থ অধিবেশন: নেটওয়ার্কিং: এই অধিবেশনে তারা তুলে ধরেন নেটওয়ার্কিং এর বিভিন্ন ধরণ, মূল্যবোধ ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ আমরা কিভাবে গ্রহণ করবো তার একটি বাস্তব চিত্র।

৫ম অধিবেশন: এই শেষ অধিবেশনে তারা আলোচনা করেন কিভাবে আমরা এই নেটওয়ার্কিং এর কাজটি সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারবো এবং সবশেষে তাদের নির্দেশ অনুসারে প্রত্যেকটি দেশ তার নিজস্ব দলে বসে নিজ দেশের বৈশিষ্ট্য অনুসারে একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরী করেন, যা পাচারের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতের প্রচেষ্টার জন্য দিকনির্দেশনা সম্বলিত। এই প্রশিক্ষণ শেষে তারা অনলাইনে আমাদের সবাইকেই একটি করে সার্টিফিকেট প্রদান করেন যা আমাকে দান করেছিল এক নির্মল আনন্দ।

টালিথাকুম ২০২০-২০২৫ পর্যন্ত আমাদের নেটওয়ার্কিং যোগাযোগ, তথ্য সংস্থান এবং অপারেটর এর সুযোগগুলি উন্নত করার দিকে মনোনিবেশ করবে। এখানে উল্লেখ্য যে, যারা যারা মানব পাচারের শিকার তারা যেন সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে পারে তাই তাদের পক্ষ সমর্থন করা, তাদেরকে প্রতিরক্ষা করা এবং এর জন্য আফ্রিকা ও এশিয়াকে অগ্রাধিকার দিয়ে এই নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার চেষ্টা ধরে রাখা এবং এই বিষয়ে শিক্ষাক্ষেত্রের কাজকে অগ্রাধিকার দেয়া যেন মানব পাচার প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। জেনে রাখা ভাল যে বর্তমানে ১০৭ দেশের ২০০টি ধর্মসংঘ এই টালিথাকুম এর সদস্য হয়ে পাচারকৃত ও নির্যাতিত ভাইবোনদের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন এবং বাংলাদেশের সদস্যপদ হল ৯৩। বাংলাদেশে এই টালিথা কুম এর জন্য যাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবো তারা হলেন সিবিসিবির ন্যায় ও শান্তি কমিশনের সেক্রেটারী ড. ফাদার লিটন হিউবার্ট গমেজ সিএসসি, সমন্বয়কারী, বিসিআর এর ভাইস প্রেসিডেন্ট সিস্টার ভাইওলেট সিএসসি, সভাপতি, টালিথাকুম এর সহসভাপতি হলেন সিস্টার অর্চনা আইবিভিএম এবং এর সেক্রেটারী সিস্টার যোসেফিন এসএসএমআই। তবে টালিথাকুম এশিয়ার সেক্রেটারী হলেন

সিস্টার পাওলা, থাইল্যান্ড থেকে।

❖ **শেষদিন তাৎক্ষণিকভাবে অনলাইনে দলীয় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশিক্ষণে আংশগ্রহণকারী আমরা আমাদের দেশের জন্য যে কর্মপরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করেছিলাম তা হল–**

১। আমাদের ধর্মসংঘের সিস্টারদেরকে এবং সমাজকে এই নেটওয়ার্কিং সম্বন্ধে সচেতন করানো।

২। পাচারের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

৩। যারা সমস্যা জড়িত তাদেরকে খুঁজে বের করা ও তাদেরকে সাহায্য সহযোগিতা দান করা।

৪। ক্ষতিগ্রস্তদের প্রতি ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের আচরণ পরিবর্তন করা।

৫। যারা মানব পাচারের শিকার তাদেরকে পুনরায় পরিবারে গ্রহণ করা।

৬। যারা নারী নির্যাতনের শিকার তাদেরকে ধারণ, রক্ষা ও নব জীবনদানে ব্রতী হওয়া– এই উদ্দেশে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে, আমরা সিস্টারগণ বিভিন্ন পরিবার, হোস্টেল, বিউটি পার্লার পরিদর্শণ করবো এবং সমস্যাগ্রস্তদের পুনরুদ্ধার করবো।

৭। আমরা নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে পরস্পরের কাছ হতে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবো এবং আমাদের আশেপাশে যারা ভিক্টিম তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াবো। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবো।

৮। আমরা বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে যারা নির্যাতিত, পাচারকৃত বা সমস্যাগ্রস্ত তাদের সবল দিক ও দুর্বল দিক সমূহ নির্ণয় ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। তাদের কথা ধৈর্য ধরে শুনবো, বিচার করতে যাব না বরং তাদেরকে আপন করে নিব। তাদের পিছনে লেগে থাকবো।

৯। স্থানীয়ভাবে আমরা দল গঠন করবো এবং আমাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সচেষ্ট হবো।

১০। নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা সব সময় নির্যাতীত। তাই মালিক শ্রেণির লোকদের ও যারা পাচারের কাজ করেন তাদের মন পরিবর্তনের জন্য প্রার্থনা করবো।

❖ **ইতিমধ্যে আমরা যা যা করেছি–**

১। গত বৎসর ৮ ফেব্রুয়ারি সিবিসিবি এবং বিসিআর এর নেতৃবৃন্দদের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের সন্ন্যাসব্রতী সিস্টারগণ বেশ কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। যা বাস্তবায়নের জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

২। বিগত বৎসরটিতে মানব পাচারের উপর আমরা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছি এবং এখন নিয়মিতভাবে মাসিক সভা করে আরও কি করতে পারি সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করে ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকি।

৩। বিভিন্ন সংঘের সিস্টারদেরকে আমরা সেমিনারের মাধ্যমে মানব পাচার সম্বন্ধে সচেতনতা দান করেছি। এতে তারা বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে পারেন এবং নিজ নিজ কর্মএলাকাতে তারা এই ধরনের সমস্যাগ্রস্ত ভাইবোনদের জন্য কিছু করার জন্য অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

৪। বিভিন্ন জায়গায় ইয়ুথ এম্বাসিডার গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যারা বিভিন্ন এলাকাতে নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে পাচারের শিকার যারা তাদেরকে সুরক্ষা করতে পারবে। কারণ যুবারা এই কাজ খুব ভালমত করতে পারবে বলে আমরা প্রত্যাশা রাখি।

৫। নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে আমরা ইতিমধ্যে আমাদের বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশে এই ধরনের সমস্যাগ্রস্ত বেশ কয়েকজনকে সনাক্ত করে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছি এবং তাদেরকে আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৬। মিস হলি দিও, ময়মনসিংহে এবং সিস্টার জিতা এসএসএমআই, চট্টগ্রামে সরাসরি এই কাজে জড়িত আছেন এবং ভিক্টিমদের পাশে থেকে তাদের সুরক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন।

আমার ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও অনুপ্রেরণা : সবশেষে বলতে চাই যে এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে এবং এর সাথে শুরু থেকে অদ্যাবধি জড়িত থেকে ও দলের সঙ্গে একত্রে কাজ করতে করতে আমি যা উপলব্ধি করছি তা কেউই কখনো সজ্ঞানে বা এমনি এমনি ইচ্ছাকৃতভাবে পাচার হতে বা নির্যাতিত হতে চায় না। বর্তমানে এটি একটি বড় ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই অনেকেই শিক্ষার অভাবে, দারিদ্রতার কারণে, চাকুরীর খোঁজ করতে গিয়ে লোভে পড়ে এবং আরও নানাবিধ কারণে এই পাচারের ফাঁদে পড়ে। কিশোর, যুবক-যুবতীরাই এই ফাঁদে বেশী পড়ে। তাই এই বিষয়ে আমরা নিজেরা সচেতন হবো এবং স্কুলে, গ্রামে, সমাজে অন্যদেরকেও সচেতন হতে সহায়তা দান করবো। আমরা জানি এই পাচারকৃত ভাইবোনদের প্রতিপালিকা হলেন সাধ্বী যোসেফিন বাকিতা। ৮ ফেব্রুয়ারি তার পর্বদিন। আমাদের আশেপাশে এই ধরনের বহু যোসেফিন বাকিতারা রয়েছে যা আমরা জানি না, যারা নানাবিধ ফাঁদে পড়ে অনেক কষ্টে আছে। আমরা তাদের জন্য সাধ্বী যোসেফিন বাকিতার কাছে প্রার্থনা করবো। তারা যেন মুক্তির পথ খুঁজে পেতে পারে এবং সুন্দর, সুস্থ জীবন যাপন করার সুযোগ পায়।

যিশু বেথলেহেম থেকে বিতারিত হয়েছিলেন রাজা হেরোদ মেরে ফেলবেন এ ভয়ে । তেমনি মানুষও আজ এক জায়গা থেকে বিভিন্ন কারণে অন্যত্র গমন করছে। কিন্তু তারা জানে না যে তারা কোথায় যাচ্ছে বা তাদের কি হবে ইত্যাদি! আর বাস্তবে এরাই নানাভাবে ভিক্টিম এর শিকার হচ্ছে বেশী। তবে এও সত্য যে এরাই আমাকে আপনাকে প্রতিনিয়ত সুযোগ করে দেন যেন আমরা যিশুকে গ্রহণ করি ও তাদেরকে রক্ষা করি। বর্তমানে পোপ ফ্রান্সিসও আমাদেরকে জোর দিচ্ছেন, তিনি চান আমরা যেন তাদেরকে সুরক্ষা করি।

পবিত্র বাইবেলের আরামায়িক শব্দ "টালিথা কুম" বাংলায় যার অর্থ দাঁড়ায় "খুকু আমি তোমাকে বলছি উঠ" *(মথি ৫:৪১ পদ)*। পবিত্র নতুন নিয়মে এমনি ভাবেই যিশুকে দেখি যে তিনি সর্বদা দুঃখী, দরিদ্র, অসহায়, সমস্যাগ্রস্ত, অসুস্থ ভাইবোনদের পাশে এসে দাঁড়ান। তাদেরকে হাত ধরে উঠতে সহায়তা করেন। আসুন আমরাও যিশুর অনুকরণে পাচারকৃত, সমস্যাগ্রস্ত, অসহায় মানুষের জন্য কিছু করি। আমরা জানি যে পোপ ফ্রান্সিসের অনুরোধে ২০০৯ খ্রিস্টবর্ষে বিশ্বব্যাপী সিস্টার সন্ন্যাস সংঘের মেজর সুপিরিয়রদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভাতিকান কেন্দ্রিক "টালিথা কুম" আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক। এর সাথে আমরা বাংলাদেশী সন্ন্যাসব্রতিনীগণও বিগত বৎসরটিতে সম্পৃক্ত হয়েছি। যিশুর অনুকরণে, পোপ মহোদয়ের অনুরোধে আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি এবং আপনাদেরকেও উৎসাহিত করতে চাই -আসুন আমরা সবাই এই নেটওয়ার্কে সম্পৃক্ত হই এবং আমাদের দেশ তথা বিশ্বের বুক থেকে মানব পাচার, নারী নির্যাতন, জোর পূর্বক অভিবাসন, শ্রমিকদের প্রতি মালিকদের অত্যাচার যেন নির্মূল হয় তার জন্য নিজ নিজ কর্ম এলাকায় সামান্য কিছু হলেও করি। আর বেশী কিছু করার সুযোগ না থাকলে অন্তত তাদের সুরক্ষার জন্য আসুন আমাদের সৃষ্টিকর্তা পিতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। সাধ্বী যোসেফিন- আমাদের মঙ্গল প্রার্থনা করা॥

মানবতাবোধের অপর নামই ভালোবাসা

জে আর এ্যাগ্নেস

ভালোবাসা শব্দটি অত্যন্ত মহৎ এবং পবিত্র। কারণ এই শব্দটির ওপরই ভর করে আছে পৃথিবী। ভালোবাসা আছে বলেই পৃথিবীতে মানুষ টিকে আছে। ভালোবাসা আছে বলেই এই পৃথিবীর বুকে মানবজাতির উৎপত্তি। ভালোবাসা আছে বলেই মানবতাবোধ জাগ্রত হয় মানব মনে।

অতসী আজ বাসে বসে এই ভালোবাসা কথাটার তাৎপর্য গভীর ভাবে উপলব্ধি করছে। সে ভাবছে একটি মানুষের ভেতর কতটা মানবতা বোধ থাকলে এমন ভালোবাসা প্রকাশ করতে পারে? গত পাঁচ মাস পূর্বের ঘটনা.., তখন অতসী সাত মাসের অন্তঃসত্ত্বা। অন্তঃসত্ত্বা হলেও প্রতিদিন তাকে অফিস করতে হতো। কিন্তু অফিসের কোনো গাড়ি না থাকায় গণপরিবহনই তার একমাত্র ভরসা। তাই কখনো তাকে বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অফিসে যেতে হতো। না হয় কোনো রকমে বাঁদুড়ের মতো ঝুলে ঝুলে অফিসে পৌঁছাত সে। সেদিন অফিসে পৌছতেই তার শরীরটা কেমন যেন ঝিম ঝিম করছে, মাথা ঘুরছে, এমনকি বমি বমি ভাবও হচ্ছে। ভয়ানক এক ঝড় সেদিন তার উপর দিয়ে বয়ে গেছে মুহূর্তে। তার উপর অতসীর শরীরের তাপমাত্রাও ছিল অত্যধিক। তাকে দেখে বস একটু রেগেই গেলেন মনে হয়। কারণ তিনি আগে থেকেই বলে রেখেছেন শরীর বেশি খারাপ হলে অফিসে যেন না আসে কিন্তু সকালে অতসীর শরীর-স্বাস্থ্য বেশ ভালোই ছিল। তাই সে দ্বিধা না করে অফিসে রওনা দেয়। দুপুর গড়িয়ে যেতেই অতসীর শরীরের অবস্থা আরো অবনতি হয়। সে ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত কষ্ট পেলেও মনের জোরে কাজ করছে। সে জানে আজ যদি সে অফিসে না আসে আর কাজটি শেষ না করে তাহলে একটি অসহায় মানুষের অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। অতসীর উপর ভরসা করেই সেদিন ঐ বয়স্ক ভদ্রলোক অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে তাকে কাজটি করতে দিয়েছেন। সে তার সহায়-সম্বল সব বিক্রি করেই ছেলেকে বিদেশে চাকরির জন্য পাঠাতে চাইছে।

অতসী একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব রত। দীর্ঘ আট বছর বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করছে সে। এখানে বিদেশ পরিভ্রমণের জন্য অতি সাধারণ থেকে ধর্নাঢ্য ব্যক্তিরাও আসে কাজ করতে। তাই তাকে সততা ও দক্ষতার সাথে কাজ করতে হয়। সে ভালো বলেই অফিসের পিয়ন থেকে শুরু করে সকলে তাকে ভালোবাসে স্নেহ করে। যাহোক অতসীর হাতের কাজটি শেষ করেই বাইরে বসা লোকটিকে ইন্টারকমে ফোন দিয়ে ভেতরে আসতে বলে। অতসী লোকটির হাতে সকল ফাইলগুলো তুলে দিতে পেরে যেন মনে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে। সে কাজ শেষ করেই বসের কাছ থেকে অনুমতি নিতে যায়। অতসীর চেহারা দেখে বস নিজের গাড়িতে তাকে ড্রপ দিতে চাইলে অতসী একাই বাসায় যেতে পারবে বলে বেড়িয়ে পরে। কিন্তু অতসী রাস্তায় বের হয়ে দেখে আরেক বিপত্তি। সে ভুলেই গিয়েছিল আজ হাফবেলা পরিবহন ধর্মঘট। আর এ জন্যই রাস্তায় যানসংকট। এই অবস্থায় সে কি করবে যেন ভেবে পাচ্ছেনা। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর সে দেখলো একটি বাস আসছে। দূর থেকে বাসটিকে দেখে তার মনের ভেতরে একটা আনন্দ উছলে ওঠে। কিন্তু গাড়িভর্তি লোকে লোকারণ্য। সে নিজের অবস্থা ভেবেই অনেক কষ্ট করে বাসে ওঠে কিন্তু বাসে একটাও সিট খালি নেই। অতসীর এই অবস্থা দেখে সবাই পরস্পর কেমন এ চোখ ও চোখ করছে। যেন তাদের মাথায় তাল গাছের ডাল ভেঙ্গে পরেছে হঠাৎ। সবাই চুপচাপ কেউ কারো সিট ছেড়ে অতসীকে বসতে দিতে রাজি নয়। অতসী গাড়িতে পা রাখতেই তার শরীরের ভেতর ভীষণ কষ্ট অনুভব করে। মনে হচ্ছে সে যেকোন সময় অজ্ঞান হয়ে পরে যাবে।

গাড়ি দ্রুত চলছে। কিন্তু অতসী চোখে মুখে অন্ধকার দেখে। অতসীর এই করুণ নির্মম দৃশ্য কেউ উপলব্ধি করেনি। ও মাথা ঘুরিয়ে পরতেই এই দৃশ্যটা ড্রাইভার লুকিং গ্লাসে অবজার্ভ করে। ড্রাইভার অতসীকে পড়ে যেতে দেখামাত্রই এক ঝটকায় চলন্ত গাড়িটি থামিয়ে দেয়। জনগণ উত্তেজিত। কেন এমন করলেন? আপনার কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই? আপনি কি প্যাসেঞ্জারদের সাথে ঠাট্টা করছেন? ভালোমত গাড়ি চালাতে পারেন না যত্তসব উল্টাপাল্টা কাণ্ড কারখানা। এভাবেই অসংখ্য অকথ্য ভাষা থুবড়ে পড়ছে ড্রাইভারের উপর। ড্রাইভার কোনো কথা না বলে চুপচাপ হজম করে সকল কটুক্তি।

তারপর ড্রাইভার ধমকের সুরে চিৎকার করে বলে.. কোনো কথা হবে না, পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি সবাই গাড়ি থেকে নামুন। এক্ষুনি গাড়ি খালি করবেন। আবারও উত্তেজিত জনমনে অশ্রাব্য ভাষার ঝড় ওঠে গাড়ির ভেতর। কিন্তু মধ্যবয়স্ক ড্রাইভারের গুরুগম্ভীর বজ্রকণ্ঠ শুনে সবাই হতভম্ব তারপর একে একে গাড়ি থেকে নেমে যায়।

অন্যদিকে অতসী অজ্ঞান হয়ে পরলে একটি মহিলা এগিয়ে এসে তাকে টেনে তোলে। গাড়ি খালি হতেই ড্রাইভার অন্তঃসত্ত্বা অতসীকে নিয়ে হসপিটালের দিকে ছুটে যায়। হসপিটালের গেট খোলা থাকায় ড্রাইভার সরাসরি গাড়ি ভেতরে নিয়ে যায়। অতসী তখনো অজ্ঞান কিন্ত তার মাতৃত্ব হারানোর পথে। তার অনবরত ব্লিডিং হচ্ছে। ড্রাইভার এক ঝটকায় অতসীকে কোলে তুলে এক দৌড়ে তাকে ও টি তে নিয়ে যায়। অতসীর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হওয়ায় মা ও বেবি যায় যায় অবস্থা। ড্রাইভার তার রক্ত দিয়ে অতসীর জীবন বাঁচাতে এগিয়ে আসে। অতসীর ভাগ্য ভালো বলেই তার প্রিম্যাচিউর্ড বেবীটা আজ তার কোলে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। অতসী আদর করে তার বেবির কপালে চুমু খায়॥

কারিতাস ঢাকা অঞ্চল
সমাজ কল্যাণ ও মানব উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশের
কাথলিক বিশপ সম্মেলনীর একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান

Caritas Dhaka Region
A National Organization of the Catholic Bishops' Conference
of Bangladesh for Social Welfare and Human Development

Address: 1/C-1/D, Pallabi, Section-12, Mirpur, Dhaka-1216, Tel: +880-2-9007279, E-mail: cdrgen.dro@caritasbd.org, Website: www.caritasbd.org

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস বাংলাদেশ একটি জাতীয় পর্যায়ের স্থানীয় অলাভজনক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ কল্যাণ ও উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে। কারিতাস বাংলাদেশ সকল ব্যক্তির মর্যাদা এবং অধিকার রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিশেষভাবে, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠির মর্যাদা ও অধিকারকে স্বীকৃতি প্রদানে সর্বদা দায়বদ্ধ থাকতে সচেষ্ট। কারিতাস বাংলাদেশের বিভিন্ন কার্যক্রমে সকল প্রকল্প অংশগ্রহণকারী, শিশু, যুবা ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের সুরক্ষার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিভিন্ন কর্মসূচি ও কার্যক্রম পরিচালনা করতে বদ্ধপরিকর। কারিতাস বাংলাদেশের কোন কর্মী, প্রতিনিধি, অংশীদারীদের দ্বারা শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক বিপদাপন্ন ব্যক্তিগণের যেকোন ধরণের ক্ষতি, যৌন নির্যাতন, যৌন হয়রানি, যৌন নিপীড়ন ও শোষণমূলক কর্মকান্ড সংঘঠিত হলে তা কারিতাস বাংলাদেশের শূণ্য সহ্য নীতিমালায় (Zero Tolerance) বর্ণিত শাস্তির আওতাভূক্ত হবে।

কারিতাস ঢাকা অঞ্চলের আওতাধীন "ব্রাদার ডোনাল্ড টেকনিক্যাল স্কুল, কমলাপুর, সাভার এবং মোবাইল টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কুল প্রকল্প" এর জন্য নিম্নলিখিত পদে নিয়োগ দেয়ার জন্য যোগ্য প্রার্থী (পুরুষ/মহিলা) নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছে। প্রার্থীর যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও শর্তাবলী সমূহ নিম্নরুপ ঃ

পদের বিবরণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা	অন্যান্য যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি
১. টেকনিক্যাল অফিসার (কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক অফিস) **পদ সংখ্যা :** ১ টি (পুরুষ/মহিলা) **বয়স :** ২৫-৪০ বছর (০১/০২/২০২২ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী)। **বেতন :** সর্বসাকুল্যে মাসিক ২৩,০০০/- (তেইশ হাজার টাকা) **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** যে কোন বিষয়ে নূণ্যতম ব্যাচেলর ডিগ্রী/ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং যে কোন টেকনিক্যাল ট্রেড কোর্স পাশ হতে হবে **নিয়োগের ধরন :** ছয় মাস শিক্ষানবীশ কাল। অত:পর কর্মদক্ষতা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় গুনাবলী ও যোগ্যতা যাচাই সাপেক্ষে সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী স্থায়ী হওয়ার সুযোগ আছে।	● সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কমপক্ষে ৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ইংরেজী ও বাংলা লেখা ও বোঝার যোগ্যতা থাকতে হবে। ● প্রত্যন্ত অঞ্চল/মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে অভিজ্ঞতা আছে এমন দক্ষতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। ● ব্রাদার ডোনাল্ড টেকনিক্যাল স্কুল (আরটিএস) এবং মোবাইল টেকনিক্যাল ট্রেনিং প্রকল্প পরিচালনা, মনিটরিং, প্রশাসনিক ও সব ধরণের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকতে হবে। ● আরটিএস এবং এমটিটিপি প্রকল্পের বিভিন্ন ট্রেডে বিভিন্ন উৎপাদনমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রকল্পের স্বনির্ভরতা অর্জনে বাস্তবসম্মত জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকতে হবে । ● কর্মী পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও যোগ্যতা থাকতে হবে। ● প্রকল্পের ও দাতা সংস্থার চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন প্রতিবেদন তৈরী এবং প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী করার ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকতে হবে। ● গ্রামীন দরিদ্র জনগণের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ● প্রার্থীর দলীয় স্পিরিট বজায় রেখে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ● ইন্টারনেট, ই-মেইল, **MS Office (MS Word, MS Excel, Power Point, MS Excess (Data Entry Software)** পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। ● আদর্শবান ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে।
২. অধ্যক্ষ (ব্রাদার ডোনাল্ড টেকনিক্যাল স্কুল, কমলাপুর, সাভার) **পদ সংখ্যা :** ১ টি (পুরুষ/মহিলা) **বয়স :** ২৫-৪০ বছর (০১/০২/২০২২ খ্রিস্টাব্দ অনুযায়ী **বেতন :** সর্বসাকুল্যে মাসিক ১৫,০০০/- (পনের হাজার টাকা) **শিক্ষাগত যোগ্যতা :** এইচএসসি/ব্যাচেলর ডিগ্রী/ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিংএর যে কোন টেকনিক্যাল ট্রেড কোর্স পাশ হতে হবে। **নিয়োগের ধরন :** ছয় মাস শিক্ষানবীশ কাল। অত:পর কর্মদক্ষতা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় গুনাবলী ও যোগ্যতা যাচাই সাপেক্ষে সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী স্থায়ী হওয়ার সুযোগ আছে	● তিন বছরের ট্রেড কোর্স/ ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং এ যে কোন ট্রেডে পাশকৃত প্রার্থী এ পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন (ইলেকট্রিক, মেকানিক ও যে কোন টেক্নোলজি হতে পারে)। ● উক্ত পদের জন্য কমপক্ষে ২ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ● ব্রাদার ডোনাল্ড টেকনিক্যাল স্কুল হোস্টেল পরিচালনা, মনিটরিং, প্রশাসনিক ও সব ধরণের হিসাব পরিচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতা থাকতে হবে। ● ব্রাদার ডোনাল্ড টেকনিক্যাল স্কুল সংলগ্ন পতিত জমি আয়মূলক উৎপাদন কাজে ব্যবহার করে প্রকল্পের স্ব-নির্ভরতা আনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। বিভিন্ন আইজি গ্রহণের এর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূল কর্মকাণ্ড গ্রহণ করার মনমানসিকতা থাকতে হবে। ● প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন প্রতিবেদন ও ডাটা এন্ট্রি করার দক্ষতা থাকতে হবে। ● সহকর্মী ও প্রশিক্ষণার্থী পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে এবং স্থানীয় জনগণের সাথে সমন্বয় রেখে সরকারী/বেসরকারী/ বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ ও স্কুলের উন্নয়নের স্বার্থে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজ সংগ্রহের কৌশলগত দক্ষতা ও মনমানসিকতা থাকতে হবে। ● প্রত্যন্ত অঞ্চল/মাঠ পর্যায়ে অবস্থান করে কাজ করার জন্য আগ্রহ ও মন মানসিকতা থাকতে হবে। ● গ্রামীন দরিদ্র জনগণের সাথে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ● প্রকল্পের দেওয়া দায়িত্ব ও লক্ষ্য অর্জনে নিবেদিত প্রাণের অধিকারী হতে হবে। ● ইন্টারনেট, ই-মেইল,কম্পিউটারে **MS Office (MS Word, MS Excel, Power Point, MS Excess (Data Entry Software)** পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে। ● আদর্শবান ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে।

বিজ্ঞ/৫৫/২০২২

পদের বিবরণ ও শিক্ষাগত যোগ্যতা	অন্যান্য যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি
৩. বিউটিফিকেশন (এমটিটিপি) পদ সংখ্যা : ১ টি (পুরুষ/মহিলা) বয়স: ২২-৩৫ বছর (০১/০২/২০২২ খ্রিস্টাব্দ) অনুযায়ী বেতন: সর্বসাকুল্যে মাসিক ১১,৫৯০/- (এগার হাজার পাঁচশত নব্বই টাকা) শিক্ষাগত যোগ্যতা : এসএসসি পাশ নিয়োগের ধরন : ছয় মাস শিক্ষানবীশ কাল। অতঃপর কর্মদক্ষতা ও অন্যান্য আবশ্যকীয় গুনাবলী ও যোগ্যতা যাচাই সাপেক্ষে সংস্থার নীতিমালা অনুযায়ী স্থায়ী হওয়ার সুযোগ আছে।	● বিউটিফিকেশন ট্রেড এ ছয় মাস কোর্স পাশকৃত আগ্রহী প্রার্থীগণ এ পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। ● উক্ত পদে কমপক্ষে ২ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ● নূণ্যতম এসএসসি পাশ হতে হবে। ইংরেজী ও বাংলা লেখা ও বোঝার যোগ্যতা থাকতে হবে। ● প্রত্যন্ত অঞ্চল/মাঠ পর্যায়ে অবস্থান করে প্রশিক্ষকের কাজ করার জন্য আগ্রহ ও মন মানসিকতা থাকতে হবে। ● তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাশ পরিচালনা করা, বিভিন্ন ধরণের পরীক্ষা নেওয়া ও রেজিষ্টার্ড খাতায় নম্বর রেকর্ড করা এবং প্রতিদিনের পাঠ পরিকল্পনা তৈরী করার দক্ষতা থাকতে হবে। ● স্থানীয় অনুদান সংগ্রহের জন্য কাজ করার মনমানসিকতা থাকতে হবে। ● দলীয় স্পিরিট বজায় রেখে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে। ● প্রকল্পের দেওয়া দায়িত্ব ও লক্ষ্য অর্জনে নিবেদিত প্রাণের অধিকারী হতে হবে। ● আদর্শবান ও সৎ চরিত্রের অধিকারী ও কাজের প্রতি দায়িত্ববোধ তথা পেশাগত দক্ষতা সম্পন্ন হতে হবে।

আবেদনের শর্তাবলী :

১. ক) প্রার্থীর নাম খ) পিতা/স্বামীর নাম গ) মাতার নাম ঘ) জন্ম তারিখ ঙ) বর্তমান ঠিকানা/যোগাযোগের ঠিকানা চ) স্থায়ী ঠিকানা ছ) মোবাইল নম্বর জ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঝ) ধর্ম ঞ) জাতীয়তা ট) বৈবাহিক অবস্থা ঠ) দুই জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা (মোবাইল ফোন নম্বরসহ) এবং আবেদনকারীর সাথে সম্পর্ক উল্লেখসহ সাদা কাগজে নিম্নোক্ত ঠিকানায় আঞ্চলিক পরিচালক বরাবর স্ব-হস্তে লিখিত আবেদন করতে হবে।

২. আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সকল সনদপত্রের অনুলিপি, জাতীয় পরিচয় পত্র (NID), সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হবে।

৩. আগ্রহী প্রার্থীকে স্ব-হস্তে লিখিত আবেদন পত্র **আগামী ২০/০২/২০২২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কারিতাস ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর বরাবরে অফিস সময়কালীন (৮:৩০-৫:০০) আবেদন পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।**

৩. **ধুমপান ও নেশা দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নাই।** ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স ও শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিল যোগ্য।

৪. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

আবেদনের ঠিকানা
আঞ্চলিক পরিচালক
কারিতাস ঢাকা অঞ্চল
১/সি, ১/ডি, পল্লবী, সেকশন-১২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬।

"কারিতাস বাংলাদেশ কর্মী নিয়োগে সম-সুযোগদানে বিশ্বাসী"

Position: IT Officer, Vacancy: 01:

Responsibilities:

- Give support to management by performing IT related works as per requirements.
- Software & Hardware maintenance & User support.
- Supervising the ERP (Enterprise Resource Planning) management soft-ware.
- Good working knowledge of windows and Linux environment.
- Computer Hardware (PC Assembling, Troubleshooting).
- Ability to work after duty hours at emergency support.
- Provide configuration and troubleshooting support for all hardware and software.
- Monitor IT network system to maintain smooth/uninterrupted operations including LAN / WAN.
- Configure and maintain Cisco and Microtek Router
- Ensure data backup system is maintained while administering disaster recovery plan.
- Support on maintain office facilities and support to the Admin dept.& Service Centres.
- **Education Requirements:** Minimum B.SC. in Computer Science/Engineering.

Additional Qualification:

- Age 28 to 35 years
- Proper knowledge about website up-dating and soft-ware developing.
- Keeping well communication with the clients through mobile SMS and social media.
- The applicants should have experience in the following business area(s)

Bank/Credit Union/ Financial Organization.

- Should have possessed good interpersonal and communication skills.

Experience: 3 Years in relevant field. **Salary:** Negotiable, **Benefits:** As per Morning Star CCUL's service rules.
Gender: Only males are allowed to apply, **Job Type:** Full Time, **Job location:** Dhaka & Gazipur

Applications should be submitted within 24 February 2022 with full CV and a photograph through following **email.** Selected applicants will be called for the interview.

CEO
The Morning Star Co-operative Credit Union Ltd.
mstarfwc@yahoo.com

বিজ্ঞ/৫৪/২০২২

আলোচিত সংবাদ

মুক্তিযুদ্ধেরও সঙ্গী হয়ে আছেন লতা মুঙ্গেশকর

শুধুমাত্র কাঁদালেন না, শূন্য করে দিয়ে গেলেন সোনালি দিনের সঙ্গীতের এক অধ্যায়। স্তব্ধ হয়ে গেল চিরকালের জন্য কণ্ঠ। এখন আর নতুন করে শোনা যাবেনা "ও বাঁশি কেন গায়" কিংবা "প্রেম একবার এসেছিল নিরবে", "আষাঢ় শ্রাবণ", "ও মোর ময়না গো", "ও পলাশ ও শিমুল", "আকাশপ্রদীপ জ্বেলে" সহ আরও কত শত গান। ৩৬টি ভাষায় গান করেছেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী লতা মুঙ্গেশকর। তার গাওয়া গানের সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার। এর মধ্যে রয়েছে বেশকিছু জনপ্রিয় বাংলা গানও। শুধু যে বাংলা গান গেয়েছেন তা নয়, ঢাকাই সিনেমাতেও শোনা গেছে এই কিংবদন্তির গান। তাঁর গানের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসেও সঙ্গী হয়ে আছেন এই কিংবদন্তি। দেশ স্বাধীনের পরের বছর ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে নির্মাতা মমতাজ আলী নির্মাণ করেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র "রক্তাক্ত বাংলা"। এই সিনেমার "ও দাদাভাই" শিরোনামের গানে কণ্ঠ দিয়েছিলেন লতা মুঙ্গেশকর। গানটির সুর করার পাশাপাশি সঙ্গীতপরিচালনা করেছিলেন সলিল চৌধুরী। জানা যায়, এটাই হচ্ছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে গাওয়া তাঁর একমাত্র গান। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ শেষে বাংলাদেশে এসে বিভিন্ন স্থানে গান পরিবেশন করেছেন লতা মুঙ্গেশকর।

এসএসসি ১৯ মে, এইচএসসি ১৮ জুলাই

২০২১ খ্রিস্টাব্দের মত এবারও দুই পাবলিক পরীক্ষা ৩ ঘন্টার পরিবর্তে নেয়া হবে দেড় ঘন্টায়। পরীক্ষায় পূর্ণমান ১০০ নম্বরের পরিবর্তে নির্ধারিত থাকছে ৫০ নম্বর। তবে এবার সব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের ওপর পরীক্ষা নেয়া হবে। ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা এবং আইসিটি বিষয় বাদ দিয়ে অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা হতে পারে। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত পুনর্বিন্যস্ত পাঠ্যসূচী এসএসসি পর্যায়ে ১৫০ দিনের এবং এইচএসসি পর্যায়ে ১৮০ দিনের অনুযায়ী এসব পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। জানা গেছে, সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এসএসসি ও সমমানের টেস্ট পরীক্ষা ৩ এপ্রিলের মধ্যে শেষ করতে হবে। এসএসসি এর চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ১৯ মে, শেষ হবে ৯ জুন। এইচএসসি ও সমমানের টেস্ট পরীক্ষা শেষ হবে ৭ জুনের মধ্যে। উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা শুরু হবে ১৮ জুলাই এবং শেষ হবে ৩১ আগস্ট।

বাংলা একাডেমির প্রথম মহিলা সভাপতি

সেলিনা হোসেন। নান্দনিক ও সাড়া জাগানো কথাশিল্পী সেলিনা হোসেনের বর্ণাঢ্য জীবনে সংযোজিত হলো আরও এক নতুন অধ্যায়। বাংলা একাডেমির সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করাই শুধু নয় বরং প্রথম নারী হিসেবে এই চমৎকার অভিষেক তাকে যে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যায় সেটাও দেশের জন্য গৌরব। কথামালার অবিস্মরণীয় জাদুকরি সম্মোহনে এই লেখক সত্তা নিজেকে যেভাবে উজাড় করে দিয়েছেন তার তুলনা বোধ হয় তিনি নিজেই। তার জন্ম ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন; অনাকাঙ্ক্ষিত উত্তাল দেশ বিভাজনের চরম দুঃসময়ে। জন্মস্থান শিক্ষানগরী রাজশাহীতে। পিতার কর্মসূত্রে বগুড়া, রাজশাহীতে বেড়ে ওঠার সন্ধিক্ষণে শিক্ষা জীবনও শুরু সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে। রাজশাহীর স্বনামখ্যাত পিএন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও মহিলা কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সম্পন্ন করেন। এরপর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। এই বরেণ্য কথা সাহিত্যিক ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমির গবেষণা সহকারী হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় উপসম্পাদকীয় লিখেও সুনাম অর্জন করেন। শুধু তাই নয় বাংলা একাডেমির গবেষণা বিভাগে কর্মরত অবস্থায় প্রাসঙ্গিক অনেক অভিধানের সঙ্গে তার জোড়ালো সম্পৃক্ততা ছিল। 'অভিধান প্রকল্প', 'বিজ্ঞান বিশ্বকোষ প্রকল্প' 'বিখ্যাত লেখকদের রচনাবলি প্রকাশ', 'লেখক অভিধান' 'চরিতাভিধান' এবং 'একশত এক সিরিজের' গ্রন্থগুলো প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত দক্ষতা এবং পারদর্শিতার সঙ্গে। তিনি ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমির প্রথম মহিলা পরিচালকের দায়িত্বভার নিয়ে নারীদের উদ্দীপ্ত যাত্রাপথের আলোকবর্তিকা হয়ে নজির তৈরি করেন। ২০ বছরেরও অধিক সময় 'ধানশালিকের দেশ' পত্রিকার সম্পদনার গুরুদায়িত্ব পালনে নিজেকে সফল প্রমাণ করেছেন। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুন তিনি অবসরে যান। ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দে তাকে বাংলা একাডেমির সভাপতির পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এখানেও তিনি প্রথম নারী সভাপতি। অর্জনগুলোয় তিনি তার প্রাপ্য সম্মানেই অধিষ্ঠিত হয়েছেন এমন অভিমত নির্দ্বিধায় বলাই যায়। সেলিনা হোসেনের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'উৎস থেকে নিরন্তর' প্রকাশ পায় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে। লেখনী সত্তার অনির্বণ স্ফুরণে উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ, শিশু-কিশোর গ্রন্থ, অনন্য প্রবন্ধ সম্ভার সব যেন সৃজন ও মনন শৌর্যের অবধারিত যাত্রাপথ। তিনি ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে বাংলা একাডেমি পুরস্কার, জাতীয় চলচিত্র পুরস্কার, একুশেপদক এবং সর্বোচ্চ বেসামরিক খেতাব স্বাধীনতা পুরস্কার অর্জন করেন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে শিশু একাডেমির দায়িত্বও তাকে দেয়া হয় ২ বছর। সেখানেও তিনি সফল হন। নতুন সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হওয়া গৌরবের ও সম্মানের তা সন্দেহ নেই। এখানেও তিনি কৃতিত্বের সাথে তার দায়িত্ব পালন করবেন বলে আমরা আশাবাদী।

আর্থিক সাহায্যের আবেদন

স্বনামধন্য টিভি নৃত্যশিল্পী, দিপ্ত নৃত্যকলা একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা বাংলাদেশ ও খ্রিস্টান সমাজের গর্ব খ্রীষ্টিয় যোগাযোগ কেন্দ্র তথা বাণীদীপ্তির নিরবিচ্ছন একজন মুক্তমনা স্বেচ্ছাকর্মী, যার হাত ধরে সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য নৃত্যশিল্পী, যারা আজ নৃত্যের ঝঙ্কারে মঞ্চ মাতিয়ে চলছে, সেই নৃত্যগুরু শিপ্রা পিরিজ আজ দুররোগ্য (GBS-Guillain barre szndrome) রোগে আক্রান্ত হয়ে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের আইসিওতে বিশেষ ভেন্টিলেটারে আছেন।

তার চিকিৎসার জন্য প্রায় ৫৫ লক্ষ টাকা প্রয়োজন, যা তার পরিবারের একার পক্ষে বহন করা খুবই কষ্টসাধ্য। তার কন্যা এবং আমরা যারা তার শুভাকাঙ্খী তার হয়ে সমাজের এবং রাষ্ট্রের ও প্রবাসী সকল বিত্তবান এবং হৃদয়বান সকলের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি ।

আমাদের সকলের সাহায্য, সহযোগিতা ও প্রার্থনায় নৃত্য শিল্পী শিপ্রা পিরিজ যেন পুনরায় তাঁর সৃষ্টিশীল নৃত্যের ঝঙ্কারে আবার আমাদের মাঝে ফিরে আসতে পারেন ।

Bank Account:
John Ovi Rozario
AC: 0511110004464
Alina Miriam Gomes
AC: 0271110014097
Union Bank Limited

আর্থিক সাহায্য প্রেরণের ঠিকানা:
পাল-পুরোহিত, ভাদুন ধর্মপল্লী

এ্যালিনা: ০১৭৭১৪৯৪৫৮৭ (বিকাশ নাম্বার)

করোনা পরিস্থিতির আপডেট

তারিখ	২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা	২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত	আক্রান্তের হার	২৪ ঘন্টায় মৃত্যু	২৪ ঘন্টায় সুস্থ
৫/০২/২০২২	৩৫০৭৪	৮৩৫৯	২৩.৮৩	৩৬	৭০১৭
৬/০২/২০২২	৩৮৮২১	৮৩৪৫	২১.৫০	২৯	৮১৫৯
৭/০২/২০২২	৪৪৪৭১	৯৩৬৯	২১.০৭	৩৮	৯৫০৭
৮/০২/২০২২	৪১৬৯৮	৮৩৫৪	২০.০৩	৪৩	১০৮০০

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট

ছয় মাস মেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্স

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট কর্তৃক বাস্তবায়িত **"মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুলের (এমটিএস)"** ৬ মাস মেয়াদী কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন ট্রেডে আগামী এপ্রিল ২০২২ হতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে। নিম্নে বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য প্রার্থীদের জরুরী ভিত্তিতে ৫ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। প্রশিক্ষণার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা

(ক) শিক্ষাগত যোগ্যতা : ৫ম শ্রেণী হতে এস.এস.সি (খ) বয়স সীমা : পুরুষ: ১৬-২২ বছর, মহিলা: ১৬ হতে ৩৫ বছর (বিধবা/ তালাক প্রাপ্তাদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য), (গ) বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিত/অবিবাহিত (ঘ) পারিবারিক অবস্থা : অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র পরিবারের যুবক/যুব মহিলা (ঙ) অগ্রাধিকার : কারিতাস সহযোগি দলের পরিবারের সদস্য/ পোষ্য, আদিবাসী/ উপজাতি, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা, গরীব-ভূমিহীন দরিদ্র ছেলে-মেয়ে।

২। বাছাই পদ্ধতি : লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী বাছাই করা হবে।

৩। প্রশিক্ষণ ও ভর্তি সম্পর্কিত তথ্য:

যে সকল ট্রেডে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়	(ক) অটো মেকানিক, (খ) ইলেকট্রিক এন্ড মটর রিওয়্যান্ডিং (গ) ওয়েল্ডিং এন্ড স্টীল ফেব্রিকেশন (ঘ) ইলেকট্রনিক্স এন্ড মোবাইল ফোন সার্ভিসিং (ঙ) টেইলারিং এন্ড ইন্ড্রাসট্রিয়াল সুইং (চ) টেইলারিং এন্ড এমব্রয়ডারী (ছ) পোল্ট্রি রেয়ারিং এন্ড কাউ ফ্যাটেনিং (জ) বিউটিফিকেশন
কোর্সের মেয়াদঃ ৩ মাস ও ৬ মাস, প্রশিক্ষণ পদ্ধতিঃ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক, আবাসন সম্পর্কিতঃ অনাবাসিক, ভর্তি ফি ১০০/- টাকা, মাসিক টিউশন ফি ৭৫/-টাকা (অঞ্চল অনুসারে তারতম্য হতে পারে)।	

বিঃদ্রঃ ভর্তির ক্ষেত্রে সকল ট্রেড মহিলাদের জন্য উন্মুক্ত।

৪। সাধারণ তথ্যাবলী ও যে সকল কাগজপত্র জমা দিতে হবে:

(ক) সাদা কাগজে জীবন বৃত্তান্তসহ নিজ হাতে লিখিত দরখাস্ত; (খ) ২ কপি সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি; (গ) শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্রের কপি; (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক নাগরিকত্ব/ জাতীয় পরিচয়পত্র কপি/; (ঙ) কারিগরি প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রশিক্ষণার্থীদের নৈতিকতা এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়; (চ) সফলভাবে কোর্স সম্পন্নকারীদের কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রকেল্পের সনদপত্র এবং কোর্স শেষে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী বা কর্মসংস্থানের জন্য সহযোগিতা দেয়া হয়; (ছ) পাশকৃত প্রশিক্ষণার্থীদের নিয়মিত ফলোআপের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হয়।

৫। এলাকা ভিত্তিক আবেদন করার জন্য যোগোযোগের ঠিকানা :

মোবাইল টেকনিক্যাল স্কুলের ক্ষেত্রে যোগাযোগের ঠিকানা

টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস বরিশাল অঞ্চল সাগরদি, বরিশাল -৮২০০ ফোন ঃ ০১৭১৯৯০৯৪৮৬	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস খুলনা অঞ্চল রূপসা ষ্ট্রান্ড রোড, খুলনা-৯১০০ ফোন ঃ ০১৭১৮৪০৪৩৮২	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস রাজশাহী অঞ্চল মহিষবাথান, রাজশাহী -৬০০০ ফোন ঃ ০১৭১৬৭৪৯৬৯৪	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ঢাকা অঞ্চল ১/সি, ১/ডি, পল্লবী, মিরপুর, সেকশন-১২, ঢাকা-১২১৬ ফোন ঃ ০১৯৫৫৫৯০৬৫৫	
টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস চট্টগ্রাম অঞ্চল ১/ই,বায়েজিদ বোস্তামি রোড, পূর্ব নাসিরাবাদ চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ০১৮১৫০০৫২২৮	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস ময়মনসিংহ অঞ্চল ১৫, ক্যাথলিক পাদ্রী মিশন রোড, ভাটিকেশ্বর, ময়মনসিংহ ২২০০, ফোন ঃ ০১৭১৮২৭১৭৩২	টেকনিক্যাল অফিসার কারিতাস দিনাজপুর অঞ্চল পশ্চিম শিবরামপুর, দিনাজপুর, ফোন ঃ ০১৭১২৫৬৭৩৪৪	হেড অব ইসিডি কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয় ২, আউটার সার্কুলার রোড শান্তিবাগ, ঢাকা - ১২১৭ ফোন ঃ ০১৭৩০৩২০৩৫৩	প্রজেক্ট ম্যানেজার কারিতাস কেন্দ্রীয় কার্যালয় ২, আউটার সার্কুলার রোড শান্তিবাগ, ঢাকা - ১২১৭ ফোন ঃ ০১৯৫৫৫৯০০৯৪

কারিতাস টেকনিক্যাল স্কুল প্রজেক্ট - কারিগরি শিক্ষার একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

বিজ্ঞ/৫৬/২০২২

ভালবাসা দিবসে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ভালবাসার কথা

মাস্টার সুবল

এক ভালবাসা দিবসে বৃদ্ধ আর বৃদ্ধার মধ্যে ভালবাসা নিয়ে কথা হচ্ছিল। বৃদ্ধা একটু ক্ষোভ প্রকাশ করে বৃদ্ধকে বলছিলেন, হ্যাঁগো, আমাদের বিয়ের পর থেকে আজ এ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত ভালবাসা দিবসে ভালবাসা কি সে বিষয়ে তুমি একেবারেই অজ্ঞ। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি তুমি বুঝতে সক্ষম নও ভালবাসা কারে কয়। ভালবাসা দিবসে বিভিন্ন খবরের কাগজ আর ম্যাগাজিনে ভালবাসা নিয়ে কত চমকপ্রদ লেখালেখি হয়, আবার টেলিভিশনের পর্দায় মনমাতানো কতকিছু বিভিন্ন কাহিনী প্রচার করা হয় সে বিষয়টা মনে হয় তোমার কাছে অতি নগন্য।

বৃদ্ধ এবার বললেন, শোন তাহলে আমার কথা। আমাদের বিয়ের আগে যখন আমাদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছিল, তখন তুমি আমাকে বলেছিলে, এ পৃথিবীতে তোমার বাবা-মা, ভাইবোন কেউ নেই, তুমি একজন এতিম, তোমাকে কেউ তেমন কোন স্নেহ-আদর করে না, ভালবাসে না। কারো কাছ থেকে চাহিদা অনুযায়ী কিছুই পাও না ইত্যাদি, ইত্যাদি কথা। তখন আমি তোমার ঐ কথাগুলো শুনে, অন্তরের বেদনায় ব্যথিত হয়ে, তোমার ঐ কথাগুলো পূরণ করার জন্য আত্মত্যাগে তোমাকে গ্রহণ করেছিলাম। তুমি এখন এ বৃদ্ধ বয়সে আমার কাছে ভালবাসা দিবসে যে ভালবাসার ইতি টানছ, সে ভালবাসা স্মৃতি হয়ে থাকার জন্য তোমাকে গ্রহণ করিনি। কারণ এ ভালবাসায় রয়েছে বিভিন্ন মহামারি, যেমন, সন্দেহ, অবিশ্বাস, ঝগড়াবিবাদ, শারীরিক নির্যাতন, মানসিক যন্ত্রণা, সংসারত্যাগ, হত্যা আর আত্মহত্যাসহ বিভিন্ন সমস্যা। আর আমার আত্মত্যাগের ভালবাসায় রয়েছে ইহকালে মানসিক ভারসাম্যতায় অন্তরের শান্তি, পরকালে মৃত্যুর পর রয়েছে আত্মার অনন্তকালের চিরশান্তি, বুঝলে?

এক পলকের ভালবাসা

স্ট্যানলী আজিম

শীতের কুয়াশাছন্ন একটি রাতে
তোমায় দেখেছিলাম একটিবারের জন্যে
তুমি বসেছিলে একটি সুন্দর স্থানে
এক পলকে বয়ে গিয়েছিল যেন
এক প্রেমের স্রোতস্বিনী।

চারিদিকে কোলাহল মানুষের মধুর হাসি
ঢাক-ঢোলের মনমাতানো শব্দ
যেন মনে হয়েছিল ঝর্ণার সেই ডাক
ঝম ঝম মন নাচানো শব্দে রং মাখানো
এক স্নিগ্ধ সুন্দর, পবিত্র মুখ।

শীতের ঝিরিঝিরি কাঁপানো বাতাসে
যেন তোমার সুখানুভূতিময়
আদর, ভালবাসা মিশ্রিত ছোঁয়া
শীতের মাঝেও যেন ওম অনুভাবিত
এ যেন গ্রীষ্মের তাপ বয়ে যাচ্ছিল দেহ-মনে
আহ !এক পলকের ভালবাসা
কত না মধুময়ক্ষণ অনুভূতি।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

খ্রীষ্টিনা স্নেহা গমেজ
৪র্থ শ্রেণি
হলিক্রস স্কুল

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

ঘটনার যাচাই দরকার কিন্তু মানুষকে সর্বদা সম্মান করুন

কাথলিক মিডিয়ার প্রতি পোপ ফ্রান্সিস

কোভিড- ১৯ নিয়ে যখন সর্বত্র ভুল তথ্য ছড়িয়ে পড়ছে তখন আন্তর্জাতিক কাথলিক মিডিয়া কনর্সোটিয়াম এর সাথে সাক্ষাৎকালে পোপ মহোদয় সাংবাদিকদের বিশেষ করে পেশাজীবী কাথলিক মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের আহ্বান করেন যেন তারা প্রতিবেদনের বিভিন্ন ঘটনা যাচাই করেন। তবে যারা ভুয়া সংবাদ তৈরি ও পরিবেশন করেন তাদের প্রতিও শ্রদ্ধাশীল মনোভাব রাখেন।

ভুয়া সংবাদের মুখোশ উন্মোচন : কোভিড ১৯ ভ্যাকসিন ও এর নৈতিক বিষয় নিয়ে যারা ভুয়া খবর, আংশিক বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রচার করে তাদেরকে চিহ্নিত করার কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রশংসা করেন পোপ মহোদয়। ভুয়া সংবাদ উন্মোচনের এই কমিটিতে মহামারি বিদ্যা, ঐশতত্ত্ব ও বায়োএথিক্স এর বিশেষজ্ঞগণ সম্পৃক্ত আছেন। ক্রমবর্ধমানভাবে জনগণ যেভাবে গণমাধ্যমের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে তাতে সাংবাদিকদের অবশ্যই যথাযথভাবে বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে বলে পোপ মহোদয় উল্লেখ করেন। যোগাযোগবিদগণ অবশ্যই সতর্কতার সাথে ঘটনাসমূহ পর্যবেক্ষণ করবেন, সেগুলোর নিখুঁততা যাচাই করবেন, তথ্যের উৎসগুলোর বিশ্লেষণধর্মী মূল্যায়ন করবেন এবং শেষে ফলাফলগুলো প্রেরণ করবেন।

একসাথে : কাথলিক মিডিয়া কনর্সোটিয়াম এর লক্ষ্য "সত্যের জন্য একসাথে" বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। শ্লোগানের প্রথম শব্দ 'একসাথে' -খ্রিস্টান যোগাযোগবিদগণ যারা তাদের নেটওয়ার্ক ও জ্ঞান সহভাগিতা করেন তারা ইতোমধ্যে সাক্ষ্যদানের প্রাথমিক ক্ষেত্র রচনা করেন।

পক্ষে, বিরুদ্ধ নয়: শ্লোগানের দ্বিতীয় শব্দ 'জন্য' - পোপ মহোদয় স্মরণ করেন, খ্রিস্টানগণ সর্বদা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কিন্তু একই সাথে সর্বদা ব্যক্তির জন্য। তাই কাথলিক মিডিয়া কনর্সোটিয়াম যেন কখনোই তথ্য ও মানুষের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য দেখতে ভুল না করে। ভুয়া সংবাদকে নিরসন করতে হবে, তবে ব্যক্তিকে সর্বদা সম্মান দান করা উচিত। কেননা ব্যক্তিরা প্রায়শই সম্পূর্ণ সচেতন ও দায়িত্ব ছাড়াই তা বিশ্বাস করে।

সত্য, মিলনের দিকে: পোপ মহোদয় সাক্ষাৎকারী দলটিকে উৎসাহ দান করেন ঘটনাগুলোকে যাচাই করতে। তবে তিনি সতর্ক করে দেন যেন তা বাণিজ্যিক উদ্দেশে না হয়। সত্যের সেবায় কাজ করার অর্থ হলো যেসকল বিষয়গুলোকে সন্ধান করা যা যোগাযোগকে উৎসাহিত করে এবং বিচ্ছিন্নতা, বিভক্তি বা বিরোধিতা বাদ দিয়ে সকলের মঙ্গলের জন্য তা প্রচার করে।

জনগণের কাছাকাছি থাকুন

ইতালিয়ান মেয়রদের প্রতি পোপ ফ্রান্সিস

গত ৬ ফেব্রুয়ারি রোজ শনিবার পোপ ফ্রান্সিস ইতালিয়ান মেয়রদেরকে তাদের জনগণ ও কম্যুনিটির পাশে থাকাতে উৎসাহিত করেন। ইতালিয়ান মিউনিসিপিলিটির জাতীয় এসোসিয়েশনের ২০০জন সদস্য পুণ্যপিতার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলে তিনি উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। কোভিড-১৯ মহামারীকালে মেয়রদের যথাযথ ভূমিকা পালনের ভূয়সী প্রশংসা করে তাদেরকে জনগণের প্রয়োজনের কথা শোনার তাগিদ দেন। মেয়রগণ স্থানীয়দের কথা শুনে জাতীয় পর্যায়ে তা তুলে ধরার জন্য চেষ্টা করবেন। যদিও তাদের কাজে যথেষ্ট জটিলতা ও কষ্ট আছে। তিনটি উৎসাহদায়ী শব্দ: পিতৃত্ব/মাতৃত্ব, প্রান্তিক পর্যায় ও সামাজিক শান্তি। মেয়রগণ পিতামাতার মতো জনগণের প্রয়োজন জানবেন, অনুভব করবেন তা মেটানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তারা যেন প্রান্তিকজনের কথা ভুলে না যান।

- তথ্যসূত্র : news.va

অনন্ত যাত্রায় আমাদের প্রাণপ্রিয় বাবার ৩০তম মৃত্যুবার্ষিকী

মহাঘুমে জাগনী এখনো বাবা
তোমার শূন্যতা খুঁজি মোরা,
দিনক্ষণ প্রতিটি মোড়ে
ব্যথায় অন্তর কেঁদে মরে।।
সুখের দিনে তুমি নেই
কত কষ্ট করেছ অর্জনে,
বিশ্বাস তুমি আছ উর্ধ্বে
স্বর্গরাজ্যে পিতার স্থানে।।

প্রয়াত প্যাট্রিক গমেজ
জন্ম : ৫ মার্চ, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ
রাজলগর, রাঙ্গামাটিয়া

প্রিয় বাবা,

সময়ের স্রোতধারায় ৩০টি বছর মিলিয়ে গেল। পৃথিবীর চির আবর্তনে তুমি এসেছিলে আমাদের একান্ত কাছে, অতি আপনজন হয়ে। আবারও ফিরে এলো বেদনা বিধুর সেই ১৮ ফেব্রুয়ারি, যেদিন তুমি আমাদের শূন্য করে, কাঁদিয়ে চলে গেলে পরম পিতার কাছে। বাবা তুমি নেই, যাকে নিয়ে আমরা পাঁচ ভাই-বোন আমাদের সংসার নিয়ে এগিয়ে চলছি।

স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের সবাইকে আশীর্বাদ কর, আমরা যেন তোমার জীবনাদর্শ ও দিক নির্দেশনাকে সামনে রেখে পবিত্রভাবে জীবনযাপন করতে পারি।

করুণাময় সৃষ্টিকর্তা পিতা ও স্নেহময়ী মায়ের কাছে আমাদের সকলের প্রতিনিয়ত প্রার্থনা তিনি যেন তোমার আত্মাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে চিরশান্তি দান করেন।

পরিবারের পক্ষে
স্ত্রী : ছবি গমেজ

বিজ্ঞ/৫১/২০২২

আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদারের খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীতে পালকীয় সফর

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ : গত ১৩ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ, চট্টগ্রাম মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি ও ফাদার গর্ডেন ডায়েছ খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীতে ছাত্রী নিবাসের নতুন বিল্ডিং আশীর্বাদ ও উদ্বোধন করেন এবং পাড়ার শিক্ষক ও ছাত্রীদের উপস্থিতিতে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগে স্থানীয় ফাদার ও সিস্টারগণ অংশগ্রহণ করেন। পরদিন ১৪ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ভাইবোনছড়া মারমা পাড়ার খ্রিস্ট বসতির নির্মলা রাণী মা মারীয়া গির্জার ১২ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত উপাসনা অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন এবং মারমা পাড়াতে বালিকা হোস্টেল পরিদর্শন ও খ্রিস্টভক্তদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। খাগড়াছড়ি প্রেরিত শিষ্য সাধু যোহন ধর্মপল্লীতে আর্চবিশপ পালকীয় সফরে এসে এখানকার পাহাড়ী খ্রিস্টভক্তদের আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের জন্য ফাদার, সিস্টারদের পালকীয় কাজের রূপরেখার কথা শুনেন ও সহভাগিতা করেন। প্রয়োজনে অবকাঠামো গঠনের কথাও বলেন। পরবর্তীতে আর্চবিশপ পরিবার পরিদর্শন করে সবাইকে আশীর্বাদ করেন ও সেই সাথে সকলের গৃহও আশীর্বাদ করেন॥

খাগড়াছড়ির সাজেক পাড়ায় পবিত্র শিশুমঙ্গল রবিবার পালন

ফাদার রবার্ট গনসালভেছ : খাগড়াছড়ির সাজেক পাড়ায় সকল শিশুদের নিয়ে এবারও পালিত হয় পবিত্র শিশু মঙ্গল রবিবার। এবারের মূলসুর হিসেবে নেওয়া হয় সিনডীয় মণ্ডলীতে শিশুরা **"মিলন, অংশগ্রহণ ও মিশন"**। উক্ত অনুষ্ঠানে সাধু পৌলের গির্জা, ইটছড়ি, যীশু হৃদয়ের গির্জা, কুলিপাড়া এবং সাজেক পাড়ার সাধু পিতরের গির্জায় ৮০(আশি) জন শিশু ও ২০(বিশ) জন অভিভাবক জড়ো হয়ে শিশু ধর্মশিক্ষা, পবিত্র খ্রিস্টযাগ, খেলাধুলা, পুরস্কার বিতরণ ও দুপুরের খাবারে অংশগ্রহণ করে। লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো ছেলে-মেয়েরা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। আর এভাবে পবিত্র শিশুমঙ্গল সমাবেশ সবার অংশগ্রহণে শান্তিপূর্ণ ও সার্থকভাবে সমাপ্ত হয়॥

বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে ৫০ তম আত্মিক উদ্দীপনা সভা (সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব) উদ্‌যাপন

ফাদার রিচার্ড বাবু হালদার: গত ২৭ -৩০ জানুয়ারি ২০২২ খ্রিস্টাব্দ বানিয়ারচর ধর্মপল্লীতে চারদিন ব্যাপী আত্মিক উদ্দীপনা সভার সুবর্ণ জয়ন্তী (১৯৭২-২০২২ খ্রিস্টাব্দ) উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ২৭ জানুয়ারি, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দূত সংবাদ প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এই উৎসব শুরু হয়। যাজক ভবন প্রাঙ্গণে সমবেত সেবক-সেবিকাদের উপস্থিতিতে আত্মিক উদ্দীপনা সভার ইতিহাস ও পটভূমি তুলে ধরা হয় এবং প্রতিষ্ঠাতা ফাদার মারিনো রিগন এসএক্স এর কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় ও শান্তির পায়রা উড়িয়ে ৫০ তম আত্মিক উদ্দীপনা সভার উৎসবের সূচনা করা হয়। ৫০তম বছরের প্রতিকী প্রদীপ প্রজ্বলন, লগো উন্মোচন, শুভ উদ্বোধন ঘোষণা ও খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে প্রথম দিনের সভা শুরু হয়। এ আত্মিক উদ্দীপনা সভায় সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে যে সমস্ত সেবক-সেবিকা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন তাদের আসন গ্রহণ, ফুলের মালা ও ফুল দিয়ে বরণ করা হয়। এরপর বানিয়ারচর পবিত্র পরিত্রাতার ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার সঞ্চয়

জার্মেইন গোমেজ স্বাগত বক্তব্য ও উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এরপর আত্মিক উদ্দীপনা সভার আধ্যাত্মিকতা ও এর ফলপ্রসূতা ব্যাখ্যা করেন ও সেবকদের হাতে ৩ দিনের জন্য বাইবেল হস্তান্তর করেন। শুক্রবার, ২৮ জানুয়ারি সকালে পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর সেবক-সেবিকাদের গান, প্রার্থনার মধ্যদিয়ে অধিবেশন শুরু হয়। এই আত্মিক উদ্দীপনা সভায় যারা বিশেষ বক্তা হিসাবে ছিলেন- ফাদার মুকুল আন্তনী মন্ডল "মণ্ডলীতে জীবন আহ্বান বৃদ্ধিতে খ্রিস্টযাগের ভূমিকা"; রেভাঃ পাদ্রী ফিলিপ বিশ্বাস (চার্চ অব বাংলাদেশ, কলিগ্রাম) "জুবিলী বর্ষে আত্মিক উদ্দীপনা সভা ও তার আধ্যাত্মিকতা"; ফাদার অনল টেরেন্স ডি'কস্তা "মণ্ডলীতে পবিত্র পরিবার গঠনে আমাদের দায়িত্ব"। এই সকল বিষয় গুলোর সহভাগিতায় তারা সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে ভক্ত সেবক-সেবিকাদের খ্রিস্টীয় আদর্শে পরিবার গঠনে সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান করেন। শনিবার, ২৯ জানুয়ারি "যুবরাই মণ্ডলী ও সমাজে ঈশ্বরের দান" এই বিষয় এর উপর সহভাগিতা করেন ফাদার লরেন্স লেকাভালিয়ার গোমেজ। ফাদার বাবলু সরকার "পবিত্র বাইবেল পাঠের গুরুত্ব ও তার আলোকে জীবন গঠন" এই বিষয়বস্তুর উপর তার মূল্যবান সহভাগিতা তুলে ধরেন। সিনড-২০২৩ খ্রিস্টাব্দ "একটি মিলন ধর্মী মণ্ডলী: মিলন অংশগ্রহণ ও প্রেরণ-দায়িত্ব।" এই বছরের মূলসুরের উপর সহভাগিতা করেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি। এ ছাড়া এই দিনে সন্ধ্যায় পবিত্র সাক্রামেন্তের আরাধনা, পাপস্বীকার ও নিরাময় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে ভক্ত জনগণের আংশগ্রহণ প্রায় শতভাগ ছিল। রবিবার, ৩০ জানুয়ারি ভক্তজনগণের অংশগ্রহণে মহাখ্রিস্টযাগে পৌরোহিত্য করেন আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি ও খ্রিস্টযাগের পরে সাক্রামেন্তের শোভাযাত্রা করা হয় এবং দুপুরের আহারের মধ্যদিয়েই ৫০তম আত্মিক উদ্দীপনা সভা (সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব) উৎসব সমাপ্ত হয়। বলা বাহুল্য, বিশ্বময় করোনার মহামারি, বিপর্যস্ত জীবন, সরকারি বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও এই সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপনে প্রভুর আত্মিক শক্তি আমাদের বিশ্বাসের ৫০ বছরের যাত্রাকে আরো সবল ও আশীর্বাদিত করেছে যা নতুন প্রজন্মের কাছে বিশ্বাসের জীবনের একটি স্মরণীয় দিন হিসাবে থাকবে॥

ভালোবাসা — শ্রদ্ধায় — স্মরণে (তৃতীয় বর্ষ)

প্রয়াত ইমেল্ডা গমেজ
জন্ম : ৩০ এপ্রিল ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

মা, ক্যালেন্ডারের হিসেবে তিনটি বছর হলো তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছ পরম পিতার আশ্রয়ে। কিন্তু ক্ষণের হিসেবে এ যেন অন্ত হীন ক্ষণ। প্রতিটি মুহূর্তে তোমার না থাকা আমাদের সবাইকে পিষ্ট করে কষ্টের যাতাকলে। তুমিহীন আমাদের সর্বদা কোলাহল, আনন্দে মুখরিত বাড়িটি যেন আজ জনশূন্য নিরবতায় স্তব্ধ এক কুটির। আমাদের নতুন বাড়িতে আসার জন্যে তোমার যেন যে সেই ব্যাকুলতা ছিল তা আজ বুঝতে পারি। মাত্র কয়েকটা মাস তুমি মহা আনন্দে কাটিয়েছো তোমার নতুন কুটিরে। আর এখন চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে আছো তোমার বাড়ি ছেড়ে। তুমিহীন আমরা আট ছেলেমেয়ে এখন অনেকটাই দিশাহীন। তোমার আদর্শ, শিক্ষা আমাদের আগামী দিনের পথ চলতে প্রেরণা। তোমার আদরের নিলাদ্রী বুড়ি ও নাতি নাতনীরাও তোমাকে খোঁজে ফিরে সর্বক্ষণ। আর তুমিহীন বাবা হালভাঙ্গা নাবিকের মতো খোঁজে ফিরে তোমায়। প্রার্থনা করি তুমি পরম পিতার আশ্রয়ে ভালো থাকো। আর আমাদের আশীর্বাদ করো যেন তোমার নীতি আদর্শ ধারণ করে থাকতে পারি।

তোমার ভালবাসার — প্রিয়জন ও সন্তানেরা
দীপা-প্রয়াত গোপাল, শ্যামল-আশা, শ্যামল-লিপিকা, স্বপ্না-প্রয়াত ডেভিড, শিখা-বাবলু, তৃপ্তি-সজীব, সুব্রত-রীমা ও শিশির দুলাল
স্বামী : আলফ্রেড রোজারিও

স্মরণে তোমায়

প্রয়াত ডেভিড যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ৩০ জুলাই, ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ
বাঁশবাড়ি, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

প্রিয় বাপি,
অনেকদিন হয়ে তোমাকে দেখিনা। আঠারোটি বছর কিভাবে কেটে গেলো বলতো। দিনবদলের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়েছে সবকিছুই কিন্তু তোমাকে হারানোর কষ্টটা আজও একই রকম। ছোট্ট সিনড্রেলা কত বড় হয়ে গেছে জানো বাপি। সৌমিত্রতো দিন দিন অবিকল তোমারই মত দেখতে হচ্ছে। তুমি চলে যাওয়ার পর থেকে মা একা হাতে আমাদের আগলে রেখেছে পরম মমতায়, বটগাছের মত দিয়ে যাচ্ছে ছায়া। বড্ড অসময়ে, বিনা নোটিশে চলে গেলে তুমি বাপি। তুমি ছাড়া পারিবারিক কোন অনুষ্ঠান যে আর আগের মত পরিপূর্ণতা পায়না। ভীষণ কষ্ট হয় জানো বাপি ২০০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারির কথা মনে পড়লে। ভীড় সরিয়ে যখন আমাদের দেখতে হল তোমার মৃতদেহ।
বাপি, দূর থেকেই আমাদের পাশে থেকো আর আশীর্বাদ কর যেন মানুষের মত মানুষ হতে পারি। তোমার দেখানো আলোই যেন হয় আমাদের পথ চলার হাতিয়ার।

বিপ্র/৫২/২০২২

'তুমি আছ, তুমি আছ, তুমি ছিলে, থাকবে তুমি যুগ যুগান্তরে'

শ্রদ্ধাঞ্জলি

"I am the resurrection, I am the life, he who believes in me, even if he dies, he shall live forever."

প্রয়াত জেমস রবিন গমেজ

জন্ম: ১৮ মার্চ, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৩ জানুয়ারি, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

প্রিয় পাপা,

তুমি আমাদের বন্ধু ছিলে, আমাদের প্রতিদিনের অনুপ্রেরণা ছিলে। তোমাকে ছেড়ে আমরা একদিনও চিন্তা করতে পারি না। পাপা, তুমি, মা ও আমরা সকলে মিলে একই বন্ধনে বাঁধাছিলাম গায়েন বাড়িতে। তবে তুমি কেন চলে গেলে সেই ভালবাসার বন্ধন ছেড়ে? আমরা জানি মৃত্যু এমন একটি মুহূর্ত যা কোন কিছুর বিনিময়ে বদলে নেওয়া যায় না। তবুও মনতো মানে না। পরম করুণাময়ের ইচ্ছায় তুমি আমাদের সাজানো সংসার, সকল আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং আমাদের মাকে শোক সাগরে ভাসিয়ে চলে গেলে না ফেরার দেশে।

আমাদের পাপা ছিলেন একজন আন্তরিক ও বন্ধুসুলভ ব্যক্তিত্বের মানুষ। সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর প্রবাসে চাকুরীরত থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। এরপর তিনি দেশে ফিরে আসেন। বিগত প্রায় বিশ বছর আমাদের মাঝে তার শ্রম দিয়ে আমাদেরকে মানুষের মত মানুষ হিসাবে গড়ে তুলেছেন। পাপা তুমি আমাদের জীবনে না থাকলে আমরা আজ এত সুন্দর জীবন পেতাম না। আমরা তোমার তিন ছেলে আমাদের পরিবার নিয়ে আজ প্রবাসে (কানাডা, ফ্রান্স এবং আমেরিকাতে) জীবন যাপন করছি। তোমার শিক্ষা, প্রার্থনাপূর্ণ জীবন-যাত্রা আমাদের জীবনকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছে। তোমার কর্মজীবনের আদর্শ, নিষ্ঠা, সততা, সুদক্ষ ও নিপুণ হাতের কাজ ছিল প্রশংসনীয়। তাইতো তুমি আমাদের অনুপ্রেরণা, আমাদের জীবন পথের দিশারী। তুমি আমাদের অহংকার ও আমাদের গর্ব।

পাপা, তোমাকে ছাড়া আমাদের গৃহ শূন্য। তোমার ছোঁয়া, তোমার কণ্ঠ, ভালবাসা, আদর আমাদের ও আমাদের মাকে ঘিরে রেখেছে। আমরা এই প্রবাসে বসেও তোমার কণ্ঠ শুনতে পাই। তুমি আছ, তুমি ছিলে, থাকবে তুমি যুগ যুগান্তরে। আমরা বিশ্বাস করি তুমি স্বর্গরাজ্যে ঈশ্বরের সান্নিধ্যে অতিব আনন্দে আছ। আজ পরম করুণাময় প্রভুর কাছে আমাদের একটি চাওয়া, তিনি যেন তোমাকে তাঁর আশ্রয়ে স্থান দেন। আমাদের জন্য তুমি স্বর্গ থেকে প্রার্থনা করো।

আমার পাপার অসুস্থতার সময়ে বিশেষ করে হাসপাতালে, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়, শেষ খ্রিস্টযাগে, সমাধির সময় ও পরবর্তী রিচুয়ালগুলো পালনে আপনারা যারা সার্বিক দায়িত্ব পালনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন, শোকে পাশে ছিলেন, আমাদের সান্ত্বনা দিয়েছেন, প্রার্থনা করেছেন তাদের মধ্যে ফাদার, ব্রাদার ও সিস্টারগণ, গ্রামবাসী, মিশনবাসী, আত্মীয়স্বজন আপনাদের প্রতি আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে বিনম্র শ্রদ্ধা, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

শোকার্ত পরিবার
স্ত্রী, তিন ছেলে, ছেলে বৌ ও নাতি-নাতনী
গ্রাম: বালিডিয়র (গায়েন বাড়ী), গোল্লা ধর্মপল্লী

বিজ্ঞ/৫০/২০২২

বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ০৬
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 06
বর্ষ ৮২ ❖ সংখ্যা - ০৬
Regd. No. DA-33
❖ 13 - 19 February, 2022, ৩০ মাঘ - ৬ ফাল্গুন, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

৩৯ তম মৃত্যুবার্ষিকী

‘নয়ন সম্মুখে তুমি নাই
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই’

প্রয়াত রাফায়েল রিবেরু
জন্ম : আগস্ট ১৭, ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ফেব্রুয়ারি ১৮, ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া

আমরা কেউ তোমাকে এখনও ভুলতে পারিনি। তোমার আদর্শ, খ্রিস্টীয় গঠন ও জীবনযাপনের কথা আজও আমরা মনে রেখেছি। তুমি ছিলে অতীব ন্যায়পরায়ণ, সুবিচারক, ত্যাগী, কর্মঠ, অধ্যবসায়ী, কর্তব্যনিষ্ঠ, প্রার্থনাপূর্ণ ধার্মিক। তোমার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তোমার সন্তানেরা আজ প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে সেবার কাজে নিয়োজিত।

তোমার সাথে একাত্ম হয়ে স্বর্গসুখ পেতে আমাদের ঠাকুমাও চলে গেছে তোমার সাথে পরম পিতার কাছে।

স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো যেন তোমার আদর্শে (ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা, নম্রতা ও ন্যায়পরায়ণতা) আমরা এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করতে পারি।

ঈশ্বর তোমাকে চিরশান্তি দান করুন।

তোমারই
শোকার্ত পরিবারবর্গ
প্রিয়ন্তি, প্রসিত, রনব সহ সকল
নাতি-নাতনীরা এবং তিন ফাদার, তিন সিস্টারসহ সকল সন্তানেরা।

বিজ্ঞ/৪৭/২০২২

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী’র বিজ্ঞাপনের হার

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী’র পক্ষ থেকে সকল গ্রাহক, পাঠক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের জানাই শুভেচ্ছা। বিগত বছরগুলো আপনারা প্রতিবেশীকে যেভাবে সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই। প্রত্যাশা রাখি এ বছরও আপনাদের প্রচুর সমর্থন পাবো।

১. শেষ কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১২,০০০/- (বার হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
২. শেষ ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৩. প্রথম ইনার কভার		
ক) পূর্ণ পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	১০,০০০/- (দশ হাজার টাকা মাত্র)
খ) অর্ধেক পাতা (৪ রঙ্গা ছবিসহ)	=	৫,০০০/- (পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)
৪. ভিতরের সাদাকালো (যে কোন জায়গায়)		
ক) সাধারণ পূর্ণ পাতা	=	৬,০০০/- (ছয় হাজার টাকা মাত্র)
খ) সাধারণ অর্ধেক পাতা	=	৩,৫০০/- (তিন হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র)
গ) সাধারণ কোয়ার্টার পাতা	=	২,০০০/- (দুই হাজার টাকা মাত্র)
ঘ) প্রতি কলাম ইঞ্চি	=	৫০০/- (পাঁচশত টাকা মাত্র)

যোগাযোগের ঠিকানা-
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন বিভাগ
(সকাল ৯টা-বিকাল ৫টা) অফিস চলাকালিন সময়ে : ৪৭১১৩৮৮৫
wklypratibeshi@gmail.com

বিকাশ নম্বর : ০১৭৯৮-৫১৩০৪২

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org